CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-285 ■ 25 July, 2025 ■ আগরতলা ২৫ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ রাহুলের

বিহারে ভোটার তালিকা বিতর্কে উত্তাল সংসদের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ।। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক চলতে থাকায় কংগ্রেসের সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি কমিশনের দাবি 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বৃহস্পতিবার, রাহুল গান্ধী বলেন, "আজ তারা যে বক্তব্য দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নির্বাচন কমিশন ভারতীয় নির্বাচন কমিশন হিসেবে কাজ করছে না।" তিনি আরও অভিযোগ করেন যে কমিশন 'তার কাজ করছে না' এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

গান্ধী এই মন্তব্য করেন, যখন বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে অভিযোগ ওঠে যে ব্যাপকভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং নতুনভাবে নাম যুক্ত করা হয়েছে।

ভারত ব্লকে এমপিদের প্রতিবাদ

তিনি বলেন, 'এই সংশোধন প্রক্রিয়া একটি বড় চক্রান্তের অংশ, যা নির্বাচনী প্রণোদনা এর জন্য করা হচ্ছে। আমি নির্বাচন কমিশন এবং তার কর্মকর্তাদের বলছি, 'যদি মনে করেন আপনারা এটির মাধ্যমে পার পেয়ে যাবেন, তবে আপনি ভুল ভাবছেন। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি।'"

তিনি আরও বলেন, 'আমরা নির্বাচনী প্রতারণার প্রমাণ পেয়েছি, যা কমিশনের মাধ্যমে সহজে সম্ভব হয়েছে। আমাদের কাছে ১০০ প্রমাণ রয়েছে যে, কমিশন কর্নাটকে একটি আসনে ভোটজালিয়াতি করতে সাহায্য করেছে।'

গান্ধী দাবী করেন, কংগ্রেস শুধুমাত্র একটিমাত্র আসন পরীক্ষা করেছে, কিন্তু সেখানে ইতোমধ্যেই বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েছে। তিনি বলেন, 'আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত যে, এক আসন নয়, একের পর এক আসনে এই ধরনের নাটক চলছে।'

গান্ধী বলেন, বিহারে 'হাজার হাজার নতুন ভোটার' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে বহু প্রবীণ নাগরিক রয়েছে, যাদের বয়স ৫০, ৬০, এমনকি ৬৫ বছর। তিনি এই তালিকা সংশোধনকে 'ভোটার তালিকা হেরফের' বলে অভিহিত করেছেন এবং নির্বাচনী কমিশনকে এর জন্য দায়ী করেছেন। এটি একেবারে নতুন নয়, গত বছর মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা পরিবর্তন করার অভিযোগ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে বিজেপি কিছু নির্বাচনী সুবিধা পেতে ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি ঘটাচ্ছে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, বিজেপি বিহারে এসআইআর (বিশেষ ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া ব্যবহার করে মার্জিনালিসড সম্প্রদায় এবং বিরোধী দলের ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে তারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাবিত না হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন একটি নতুন বিবৃতি প্রকাশ করে এসআইআর প্রক্রিয়া রক্ষার পক্ষ নেয়। কমিশন বলেছে যে, ভোটার তালিকা সংশোধন একটি সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি আইন অনুযায়ী করা হচ্ছে। তারা আরও বলেন, 'আপনি যদি বলুন যে কমিশন এই কাজটি করছে, তবে এটা শুধুমাত্র গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষার্থে।' কমিশন উল্লেখ করেছে, বিহারে এখন পর্যন্ত ৫২ লাখ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ লাখ মৃত ভোটার, ২৬ লাখ ভোটার যাদের স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ৭ লাখ ভোটার যাদের একাধিক স্থানান্তরিত নাম ছিল, তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে, এই প্রক্রিয়ার সময়কাল এবং পরিমাণ নিয়ে রাজনীতি এবং আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে এই সংশোধন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মানিক সরকারের

মুসলিম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সংবিধান তৈরির চেষ্টা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। গোটা দেশে মুসলিম বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সংবিধান তৈরী করার চেষ্টা করছে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার। যার ফলে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদেরকে বাংলাদেশী বলছেন, বিশেষ করে মুসলিমদের। আজ ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সিপিআইএমের প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন তিনি বলেন, বিভিন্ন দেশ থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ হচ্ছে না। বিজেপি সরকার এটা ভুল বলছে। আসলে, আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদেরকে বাংলাদেশী বলছেন, বিশেষ করে মুসলিমদের। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের মাতৃভাষাই হল বাংলা ভাষা। কিন্তু তাঁদেরকে বাংলাদেশী বলছে বিজেপি সরকার।

এদিন তিনি আরও বলেন, গোটা দেশে মুসলিম, মহিলা এবং দলিত অংশের বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সংবিধান তৈরী করার চেষ্টা করছে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার। এই সংবিধানকে কার্যকরী করার জন্য নতুন নতুন

কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তাঁরা। এর তীব্র বিরোধিতা করছে সিপিআইএম।

অপরদিকে, স্মার্ট মিটার মানেই ব্যাপক দুর্নীতি। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার জনগণকে স্মার্ট মিটার লাগাতে বাধ্য করছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। যার ফলে রাজ্যে সর্বত্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। বিজেপিকে বুঝতে হবে এভাবে জবরদস্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে জনগণের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আজ স্মার্ট মিটার নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করলেন সিপিআইএমের প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

এদিন মানিক সরকার বলেন, বিগত দিনে পুরোনো বিদ্যুতের মিটার দিয়ে ঠিকঠাক রিডিং উঠছিল। তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। তাহলে, হঠাৎ কেন আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার জনগণকে স্মার্ট মিটার লাগাতে বলছে, প্রশ্ন তুলেন তিনি। আসলে, দেশের পুঁজিপতিদের লাভবান করার লক্ষ্যে দেশের বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে স্মার্ট মিটার লাগাতে বাধ্য করছে। যার ফলে জনগণের অভাবনীয় বিল আসছে। তাঁর কথায়, স্মার্ট মিটার মানেই ব্যাপক দুর্নীতি। স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে জনগনকে লুট করার নতুন পদ্ধতি বের করেছে কেন্দ্র সরকার। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার স্মার্ট মিটার লাগাতে চেয়েছিল সেসময় বিরোধী দল বিজেপি বাধা দিয়েছে। তাহলে আজ কেন ত্রিপুরায় স্মার্ট মিটার লাগাতে জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে, বলে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণ কখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যাত্রীবাস থেকে আটক কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনমালা, ২৪ জুলাই।। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক বন্দুকধারী ডাকাত অবশেষে আমতলী থানার পুলিশের জালে আটক। বহুদিন পলাতক থাকার পর আজ এক যাত্রীবাহী বাস থেকে তাকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গেছে আমতলী উত্তর মধ্যপাড়া এলাকার দীপঙ্কর সেন সহ আরো কয়েকজন মিলে গত ২০২১ সালের ১৯ জুলাই আমতলী থানার অন্তর্গত হাঁপানিয়া কড়ুইমুড়ার বাসিন্দা বিনয় সূত্রধরের বাড়িতে মধ্যরাতে প্রবেশ করে তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে। এদিন কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর সেন তার অবৈধ পিস্তল থেকে একটি গুলিও করে। পরে বিনয় সূত্রধরের বাড়ির লোকজন চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের বাড়ি ঘরের লোকজন ছুটে আসে এবং সেই সুযোগে কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর সেন ও তার সহযোগীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে বিনয় সূত্রধরের বাড়ি থেকে একটি পিস্তলের গুলির অবশিষ্ট ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় আবাসন, শহরাঞ্চল ও বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

শীঘ্রই লাইট হাউস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দাবি বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। কেন্দ্রীয় আবাসন, শহরাঞ্চল বিষয়ক এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর'র সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন লাইট হাউজ প্রজেক্টের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা করেন সাংসদ বিপ্লব। এদিন সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব বলেন, কেন্দ্রীয় আবাসন, শহরাঞ্চল বিষয়ক এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর'র সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নিকট লাইট হাউজ প্রজেক্টের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, অতিরিক্ত অর্থ

বরাদ্দের মাধ্যমে শীঘ্রই লাইট হাউসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার বিষয়েও বিষদে আলোচনা হয়েছে।

সমগ্র ভারতে ৬টি প্রজেক্টের মধ্যে একটি ত্রিপুরার এই লাইট হাউজ প্রজেক্টন ফলে, তার কাজ সম্পন্ন হলে ১ হাজার পরিবার থাকার সুযোগ পাবে।

মৎস্যজীবী ইউনিয়নের ১৩ দফা দাবিতে অভিযান

মৎস্যজীবীদের জীবিকায় কুঠারাঘাত বসাচ্ছে রাজ্য সরকার ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে আজ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। প্যারাডাইস চৌমুহনি থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে সার্কিট হাউস এলাকায় গিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়। সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তাদের ১৩ দফা দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন।

এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা তথা পলিটব্যুরো সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরী, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক বাম নেতা সুধন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক সহ অন্যান্য বামপন্থী কর্মী সমর্থকেরা।

এদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই ১৩ দফা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়োপযোগী জনগণের স্বার্থ সম্বলিত এই দাবিগুলি নিয়ে রাজ্যপাল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এই আশাতেই এদিন স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। বাম আমলে মৎস্য চাষের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাম আমলে মৎস্য চাষ এবং রাজ্যের মৎস্য চাষীদের সমৃদ্ধ

করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বিগত সরকার উপলব্ধি করেছিল রাজ্যে মাছ, ডিম এবং মাংস যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উৎপন্ন হচ্ছে না। যার ফলে বহিরাজ্য থেকে এই সামগ্রীগুলি আমদানি করতে হচ্ছে। কিন্তু বাম সরকার উপলব্ধি করেছিল রাজ্যের চাহিদা রাজ্যেই মেটানো সম্ভব। যার ফলে রাজ্যের জলাশয় গুলিকে ব্যবহার করে মৎস্য চাষীদের সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে রাজ্যে মাছের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর সুফলও পেয়েছিলেন মৎস্যচাষিরা।

কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

হেল্পলাইন পোর্টাল বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

জরুরি প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে সরকারের সেতুবন্ধন তৈরির কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। রাজ্য সরকার নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই ক্ষেত্রে "সিএম হেল্পলাইন নম্বর-১৯০৫" যেকোন জরুরি প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে সরকারের সেতুবন্ধন তৈরির কাজ করে চলছে।

আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে সিএম হেল্পলাইন নম্বর-১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইন পোর্টাল বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএম হেল্পলাইন নম্বর-১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের চালু হেল্পলাইন নম্বরগুলি মানুষ যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করে এর জন্য আরও বেশি করে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। এইজন্য বিদ্যালয়, কলেজসহ বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে এই হেল্পলাইনগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের নজরে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তবেই মানুষ আরও বেশি বেশি করে উপকৃত হতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী সবগুলি দপ্তরকে এই ক্ষেত্রে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন।

আরও বেশি করে দ্রুত সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের জোর দিতে নির্দেশ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী সিএম হেল্পলাইন নাম্বার ১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইন নাম্বারগুলির বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং সমস্যা সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, "সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫" সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইনগুলি বিপদের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও রাজার সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫ এর কার্যকলাপ প্রশংসা কুড়িয়েছে। মুখ্যসচিব এই সব হেল্পলাইনগুলির নিয়মিত মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভার শুরুতে সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে "সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫"-এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এছাড়াও পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৫টি হেল্পলাইন নম্বরের বিস্তারিত তথ্য সভায় তুলে ধরেন। এছাড়া সভায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অনলাইন পরিষেবা, চাইল্ড লাইন, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য হেল্পলাইন ইত্যাদির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই।। আর যুবকের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদ এলাকার শান্তিনগর গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত পাল(২৫) নামের এক যুবক দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ছিলেন বলে জানা যায়। এই যুবক তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের একজন অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিল বলে জানা যায়। বৃহস্পতিবার, সকালে যথারীতি অন্যান্য দিনের মতো সে অফিসে যায় এবং কাজ শেষে বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকে গেলে দীর্ঘক্ষণ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও তার কোন সারা না পেয়ে পরিবারের লোকজন তার ঘরে ছুটে গেলে গিয়ে দেখতে পায় অজ্ঞান অবস্থায় সে ঘরে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে কি কারণে বা কিভাবে এই যুবকের মৃত্যু ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় আহত স্কুল পড়ুয়া সহ ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। যান দুর্ঘটনায় আগত হয়েছে পাঁচজন ব্যক্তি। তার মধ্যে চারজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী ছিল। আজ সকালে রঘুনাথপুর রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন সড়কে ওই দুর্ঘটনার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে নাড্ডা ও প্রদ্যোতের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই।। দিল্লিতে সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করলেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কৃতি দেবী দেববর্মন সহ তিপ্রা মথার অন্যান্য প্রতিনিধিগণ।

এদিন জেপি নাড্ডার সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং তিপ্রাসা চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানের সংখ্যালঘু জনগণের উপর আক্রমণের ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৫ জুলাই, ২০২৫ ইং
৮ শ্রাবণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আধাসেনায় ১ লক্ষের বেশি শূন্যপদ!

সারা দেশেই বেকার সমস্যা ক্রমশ উর্ধগামী হইতেছে। বেকার সমস্যা যেভাবে উর্ধগামী হইতেছে সেই ভাবে পাল্লা দিয়া সরকারি চাকরি দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কেননা সরকারি পদে এত সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান করা কোন সরকারের পক্ষেই কোনদিন সম্ভব হইবে না। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষিত বেকাররা বেসরকারি সস্তায় কর্মসংস্থানের জন্য হন্যে হইয়া ঘুড়িতে বাধ্য হইতেছেন। বিরোধীপক্ষ সরকার পক্ষকে কর্মসংস্থানের পক্ষে নানাভাবে সমালোচনা করিলেও ইহা ধ্রুব সত্য যে প্রত্যেক বেকার যুবক-যুবতীর দায়িত্বভার কোন সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য বেকারদের স্বাবলম্বী করিয়া তোলা খুবই জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। চলতি সংসদ অধিবেশনেও বেকার সমস্যা নিয়ে বিরোধীরা নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

দেশে বেকার সমস্যা উর্ধমুখী। অথচ সিআরপিএফ-সহ ছ'টি আধাসেনা বাহিনীতে এক লক্ষেরও বেশি শূন্যপদ রহিয়াছে। এমনটাই জানাইলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের প্রশ্নের উত্তরে সংসদে এই তথ্য দিলেন তিনি। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যে শূন্য পদ পূরণে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

নিত্যানন্দ রাই জানান, ছয়টি আধাসেনা বাহিনী অসম রাইফেলস , সীমান্তরক্ষী বাহিনী, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ এবং সশস্ত্র সীমা বল মিলাইয়া ২০২১ সালে শূন্যপদ ছিল ১,০৯,১৭৪টি। ২০২২ সালে শূন্যপদ ছিল ৬৮,৬৭৪টি। ২০২৩ সালে শূন্যপদ ছিল ৮৪,৩৭৪টি। ২০২৪ সালে শূন্যপদ ছিল ৬৪,৮৯৭টি। এ বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী শূন্যপদ রহিয়াছে ১,০৯,৮৬৮টি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়াছেন, চলতি বছরে আধাসেনা বাহিনীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৪,৮৬৯টি শূন্যপদ রহিয়াছে সিআরপিএফে। এরপর সিআইএসএফে খালি পদের সংখ্যা ৩৩,৮৪৭টি। আইটিবিপি-তে ১৫,০৩৫টি পদ ফাঁকা রহিয়াছে। এই তথ্য দিয়াও রাইয়ের দাবি, প্রচুর পরিমাণে শূন্যপদ পড়িয়া নাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে ৭২,৬৮৯টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হইয়া গিয়াছে। পাশাপাশি যুক্তি দেন, অবসর, পদত্যাগ, পদোন্নতি, মৃত্যু, নতুন ব্যাটালিয়ন এবং নতুন পদ তৈরি-সহ বিভিন্ন কারণে সিএপিএফ এবং অসম রাইফেলসে শূন্যপদ তৈরি হয়। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নেতা মন্ত্রীরা যাই বলুক না কেন দেশের অগ্রগতির স্বার্থে প্রত্যেক বেকার যুবক-যুবতীকে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হইতে হইবে। কর্মসংস্থান বিমুখ হইয়া পড়িলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। আত্মনির্ভর ভারত গড়িয়া তোয়াই হইল দেশের সামনে একমাত্র পথ।

মণিপুরে ব্যাপক অস্থিরতা বিরোধী অভিযানে ৯ সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রেপ্তার

ইম্ফল, ২৪শে জুলাই: মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ২১ থেকে ২৩শে জুলাই, ২০২৫-এর মধ্যে ধারাবাহিক ও সমন্বিত অভিযান চালিয়ে চাঁদাবাজিতে জড়িত বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ৯ জন সক্রিয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বিভাগগুলিকে লক্ষ্য করে ব্যাপক চাঁদাবাজি চালাচ্ছিল।

এই অভিযানগুলি রাজ্যে উপত্যকা এবং সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে বৈধ সংস্থাগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে লক্ষ্য করে পরিচালিত চাঁদাবাজি নেটওয়ার্কগুলির উপর একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত হেনেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রেফতারিটি ঘটে ২৩শে জুলাই, যখন বাহিনী কেসিপি(তাইবাংগানবা)-এর দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। এরা বিশেষভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বিভাগগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করছিল। ২৩ বছর বয়সী কনজেংবাম কান্তা মেইতেইকে ইম্ফল পশ্চিম জেলার খুয়াথং থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, আর ২৪ বছর বয়সী সানাতোমবা আহেইবামকে তাকিয়েল খংবাল এলাকা থেকে ধরা হয়। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের কাছ থেকে ২২,০০০ টাকা চাঁদাবাজির অর্থ, তিনটি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং ৮,২২০ টাকা নগদ উদ্ধার করেছে।

একই দিনে, বিষ্ণুপুর থেকে কেসিপি (এমসি)-এর সক্রিয় ক্যাডার ৩৫ বছর বয়সী হিদংময়ুম নাওচা শর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়, যিনি এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি চালাচ্ছিলেন।

বাহিনী কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর ২৭ বছর বয়সী সানাশাম ইবুঙ্গো মেইতেইকেও গ্রেপ্তার করেছে, যিনি উপত্যকা জুড়ে তেল পাম্পগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করছিলেন। তার কাছ থেকে তার সংস্থার সাতটি দাবিপত্র এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে, যা চাঁদাবাজির পদ্ধতিগত প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে।

প্রিপ্যাক প্রো-এর ১৮ বছর বয়সী ক্যাডার সোরোখাইবম ওলেন মেইতেইকে তাবুনখোখ সাগেই ব্রিক ফিল্ড এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

২২শে জুলাই নিরাপত্তা বাহিনী তেংনউপাল জেলার সীমান্ত পিলার ৭৩(১০) এবং ৭৩(১১)-এর মধ্যবর্তী জঙ্গল এলাকা থেকে দুই জন সিনিয়র জঙ্গিকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে একটি সাফল্য অর্জন করে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৫৭ বছর বয়সী থিংনাম আমুজাও সিং, যিনি প্রিপ্যাক সদস্য এবং ৩৩ বছর বয়সী কাংজাম মোতিয়া মেইতেই, পিএলএ-এর সদস্য।

একই দিনে, ইম্ফল পশ্চিম জেলার ল্যাঙ্গোল এলাকা থেকে আরপিএফ/পিএলএ-এর ২৫ বছর বয়সী ওয়ারিবাম অজয় সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই অভিযান সিরিজটি ২১শে জুলাই সুগ্নু-চান্ডেল রোড থেকে ইউকেএনএ ক্যাডার ২৯ বছর বয়সী বইথং খোংসাইকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। বাহিনী তার কাছ থেকে একটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন, সিম কার্ড এবং বিভিন্ন পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে।

এদিকে, অবৈধ বাণিজ্য নেটওয়ার্কগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য আঘাত হেনে আসাম রাইফেলস একটি দ্রুত এবং কৌশলগত অভিযানের মাধ্যমে আওয়াংখুল-এর কাছে জাতীয় সড়ক ৩৭-এ একটি বড় আকারের মদ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে, আসাম রাইফেলসের সেনারা ১,৪৩০ কেস ভর্তি ৩২,০০০ এরও বেশি বোতল এবং বিভিন্ন ধরণের মদের ক্যান সহ একটি চালান আটক করে। জব্দকৃত এই চোরাচালানের আনুমানিক মূল্য কালোবাজারে প্রায় ১ কোটি টাকা।

পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত মদকে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য দ্রুত মণিপুর রাজ্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আসাম রাইফেলস অবৈধ কার্যকলাপ, বিশেষ করে সংবেদনশীল সীমান্ত এবং সংঘাতপ্রবণ এলাকায়, দমনে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং এই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা এবং আইনগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাদের চলমান প্রচেষ্টার উপর জোর দিয়েছে।

মিগ-২১ যুদ্ধবিমানকে চিরবিদায় জানাতে চলেছে ভারত

অমিতাভ ভট্টশালী

দিনটা ছিল ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। ঢাকার গভর্নর্স হাউসে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর আব্দুল মোতালেব মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাই কমিশনারের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি জন কেলি। হঠাৎই আকাশে উড়ে এসেছিল চারটি ভারতীয় বিমান — সবগুলিই মিগ টুয়েন্টি ওয়ান। ওই অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে এয়ার ভাইস মার্শাল হিসাবে অবসর নেওয়া ভূপেন্দ্র কুমার বিষ্ণোই। তার লেখা বই, "থান্ডার ওভার ঢাকা" বইতে তিনি লিখেছিলেন, 'গভর্নর্স হাউসের ওপরে প্রতিটা বিমান দুবার করে চক্কর কেটে মোট ১২৮টি রকেট ফেলেছিলাম আমরা।' 'স্বাভাবিকভাবেই বেসামরিক সরকারের শিরদাঁড়া সেদিনই ভেঙ্গে গিয়েছিল। দুদিন পরে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি তার ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন,' মি. বিষ্ণোই লিখেছিলেন। কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন ভূপেন্দ্র কুমার বিষ্ণোই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর আগেই গঠিত হয় ভারতের ২৮ নম্বর "ফার্স সুপারসনিকস" স্কোয়াড্রন। ওই স্কোয়াড্রন দিয়েই শুরু হয়েছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীতে মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের যাত্রা। রাশিয়ায় তৈরি "মিকোয়ান গুরেভিচ" বা মিগ বিমান প্রথম ভারতে আসে ১৯৬৩ সালে।

ছয় দশকেরও বেশি সময় পরে এবার ভারতীয় বিমান বাহিনী চিরবিদায় জানাবে "মিগ" বিমানকে। ভারতীয় গণমাধ্যম মঙ্গলবার জানিয়েছে যে বর্তমানে ২৩ নম্বর "প্যান্থার্স" স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত "মিগ টুয়েন্টি ওয়ান" শেষবারের মতো আকাশে উড়বে আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর। সোমবার বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যে এফ সেভেন বিমানটি ঢাকায় ভেঙ্গে পড়েছে, সেটি এই মিগ টুয়েন্টি ওয়ানেরই প্রতিরূপ, মানে চীনে তৈরি অনুরূপ বিমান। 'সিদ্ধান্তটা অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল। মিগ অনেক বছর আগেই তার কার্যকাল শেষ করেছে,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস সুজান। তিনি নিজে ১২-১৩ বছর মিগ টুয়েন্টি ওয়ান যুদ্ধ বিমান উড়িয়েছেন। ভারতের আসামের গুয়াহাটি থেকে ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সকালে একটা "মিশনে" গিয়েছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসার ভূপেন্দ্র কুমার বিষ্ণোই। তার ডাকনাম ছিল "ভূপ"। 'থান্ডার ওভার ঢাকা'য় তিনি লিখেছিলেন, 'গ্রুপ ক্যাপ্টেন উলেন আমাদের অপারেশনস রুমে দৌড়ে এসে বললেন, ভূপ, একটা অত্যন্ত জটিল আর জরুরি কাজ এসেছে বিমানবাহিনীর সদর দফতর থেকে। ঢাকার সার্কিট হাউসে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে, ওখানে হামলা চালাতে হবে ঠিক ১১টা ২০ মিনিটে।'

'আমি বললাম প্রথমত এখনই তো ১০ টা ৫৫ বাজে, ঢাকায় পৌঁছতে ২১ মিনিট লাগে আর তার ওপরে ঢাকায় এই সার্কিট হাউসটা কোথায়! উনি বললেন, জলদি করলে হয়ত সময়ের মধ্যে পৌঁছতে পারবে। আর, এই নাও ঢাকার একটা টুরিস্ট ম্যাপ — এই রাস্তার মোড়ে সার্কিট হাউস,' লিখেছিলেন মি. বিষ্ণোই। তিনি তখন "ফার্স সুপারসনিকস" স্কোয়াড্রনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

চারটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান নিয়ে আকাশে ওড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে একজন ফ্লাইট অপারেটর দৌড়তে দৌড়তে বিমানের কাছে আসেন। মি. বিষ্ণোই লিখেছিলেন, 'একজন ফ্লাইট কমান্ডার হাতে একটা কাগজ নিয়ে দৌড়ে এসে বলল, স্যার এটা আপনার জন্য। টার্গেট সার্কিট হাউস নয়, গভর্নমেন্ট হাউস, রিপিট গভর্নমেন্ট হাউজ। বেস্ট অব লাক অ্যান্ড গুড শুটিং।' কোলে রাখা ওই পর্যটন মানচিত্র দেখেই তিনি চিহ্নিত করেন গভর্নর্স হাউস। এর আগে ডিসেম্বরের পাঁচ, সাত আর আট তারিখে ঢাকার তেজগাঁও আর কুর্মিটোলা বিমানঘাঁটিতে বার বার বোমা বর্ষণ করে এসেছে "ভূপ"এর নেতৃত্বে "মিগ" বাহিনী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের হিসাবনিকেশ অনেকটাই পাল্টিয়ে দিয়েছিল মিগ টুয়েন্টি ওয়ান, এমনটা অনেক সমর-বিশেষজ্ঞই মনে করেন। সেই কথা স্মরণ করে ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনের সময়ে ঢাকায় গিয়ে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দ সেই সময়ে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ১৯৭১-এর যুদ্ধে অংশ নেওয়া একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের প্রতিমূর্তি।

যেভাবে মিগ এসেছিল ভারতে

ভারতের বিমান বাহিনীর ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে যে ১৯৬২ সালের অগাস্ট মাসে 'এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যার ফলে পরবর্তী কয়েক দশকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর রূপ আর শক্তিতে নিবিড় বদল ঘটেছিল।' সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে ভারত সরকার বিমান বাহিনীর জন্য যুদ্ধ বিমান আর ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম বহরটি এনেছিল।

সেই দফায় কেনা ১২টি মিগ টুয়েন্টি ওয়ানই ছিল ভারতের প্রথম 'অ-পশ্চিমা' যুদ্ধ বিমান। ওড়ার জন্য তৈরি বিমান কেনা ছাড়াও ভারতেই যাতে এই যুদ্ধ বিমানগুলি উৎপাদন করা যায়, তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে কারিগরি সহায়তাও পেয়েছিল ভারত। মিগ সিরিজের বিমানই ছিল ভারতের হাতে আসা প্রথম সুপারসনিক যুদ্ধ বিমান, অর্থাৎ যা শব্দের থেকেও দ্রুত উড়তে পারে। বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হোক বা ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বা ১৯৯৯ এর কার্গিল যুদ্ধ — সব সামরিক সংঘাতেই মিগ ব্যবহার করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী। ২০১৯ সালে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যখন ভারত "সার্জিকাল স্ট্রাইক" চালিয়েছিল, সেই সময়ে যে ভারতীয় বৈমানিক বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে পাকিস্তানে আটক হয়েছিলেন, সেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন ভর্তমানও একটি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান বাইসন বিমানই ওড়াচ্ছিলেন।

এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বশেষ সংঘাত, ভারত যার নাম দিয়েছিল অপারেশন সিন্দুর, সেখানেও মিগ বিমান স্কোয়াড্রনকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। গত ষাট বছরেরও বেশি সময়ে ভারতীয় বিমান বাহিনী ৮৭০টি মিগ বিমান ব্যবহার করেছে। প্রথম থেকেই দুর্ঘটনায় পড়ে মিগ অন্তর্ভুক্তির সময়ে কারিগরি দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত ছিল মিগ, তবে প্রথম থেকেই দুর্ঘটনাতেও পড়েছে মিগ। প্রথম বছর, ১৯৬৩ সালেই দুটি মিগ ক্র্যাশ করেছিল।

সরকারি তথ্য সঙ্কলন করে ভারতের সংবাদপত্র "দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস" লিখেছে যে পাঁচশোরও বেশি মিগ টুয়েন্টি ওয়ান ভেঙ্গে পড়েছে, ১৭০ জন পাইলট সহ দুশোরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। গত ১৫ বছরেই ২০টি মিগ বিমান ভেঙ্গে পড়েছে। এত বেশি দুর্ঘটনায় পড়েছে বলেই মিগ টুয়েন্টি ওয়ানকে কখনও "কফিন-মেকার" বা 'উইডো-মেকার' বলা হয়।

প্রথম যুগের মিগ টুয়েন্টি ওয়ানগুলিতে অনেক পরিমার্জন করা হয়েছে। সর্বশেষ যে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান আকাশে উড়তে সক্ষম, তার নাম মিগ টুয়েন্টি ওয়ান "বাইসন"। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস সুজান বলছিলেন, 'মিগ টুয়েন্টি ওয়ানগুলিতে এত বছর ধরে অনেক পরিমার্জন করা হয়েছে। যদিও এটা ঘটনা যে সেগুলোও যথেষ্ট প্রাচীন হয়ে গেছে। মিগের বেশ কয়েকটা সীমাবদ্ধতাও আছে।' 'সব থেকে বড় সমস্যা হল মিগ-এ একটি মাত্র ইঞ্জিন থাকে। এছাড়াও আরেকটা সীমাবদ্ধতা হল এর পে লোড ক্যাপাসিটিও কম - জ্বালানি এবং অস্ত্র বহনের ক্ষমতা কম। আবার মিগের রেঞ্জও যেমন কম, তেমনই আকাশে ওড়ার সময়েই জ্বালানি ভরার ব্যবস্থাও নেই মিগের,' বলছিলেন মি. সুজান। তার কথায়, 'যে কোনও আধুনিক বিমানবাহিনীতে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান এখন আর আদর্শ যুদ্ধবিমান নয়। যে বিমানে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের সুবিধা নেই, আকাশে ওড়ার সময়ে জ্বালানি ভরা যায় না বা ভার বহনের ক্ষমতাও কম — সেরকম একটা যুদ্ধবিমান এখন আর চলে না। কার্যকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও যান্ত্রিক পরিমার্জন ঘটিয়ে এতদিন টেনেছে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান।' এটা ঠিকই মিগ টুয়েন্টি ওয়ানে বহু দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমাদের কমরেডরা নিহতও হয়েছেন। তবে দেখুন দুর্ঘটনা তো যে কোনও বিমানেই হতে পারে। মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের যদি আরও উন্নতমানের যন্ত্রাংশ থাকত, ভাল অটো-পাইলট ব্যবস্থা থাকত তাহলে হয়তো এত দুর্ঘটনা এড়ানো যেত, বলছিলেন মি. সুজান। মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের বিকল্প মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের বিকল্প হিসাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী নিয়ে এসেছে লাইট কম্ব্যাট এয়ারক্র্যাফ "তেজস"। অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন মি. সুজান বলছিলেন মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের বদলে লাইট কম্ব্যাট এয়ারক্র্যাফ "তেজস" বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। তবে "তেজস" পরিকল্পনা রূপায়িত হতে বহু বছর দেরি হয়েছে। 'আমরা যখন বিমান বাহিনীতে যোগ দিলাম সেই নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়, আমাদের বলা হয়েছিল যে আমরা সম্ভবত পাশ করার আগেই তেজস ওড়ানোর প্রশিক্ষণ পেয়ে যাব। তবে এখনও যথেষ্ট তেজস নেই বাহিনীতে,' বলছিলেন মি. সুজান। ভারতের সামরিক বাহিনীগুলির খবরাখবর দেয়, এমন একটি পোর্টাল "ডিফেন্স ওয়াচ" জানাচ্ছে "তেজস" তৈরি করে যে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড, কথা আছে যে তারা ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে ৮৩টি বিমান দেবে।

ওই সাইটেই লেখা হয়েছে যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে ১৮টি বিমান দেওয়ার কথা। 'তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জিই-র ইঞ্জিন পাওয়া নিয়ে বড় সমস্যা রয়েছে। এর ফলে তেজসের পরিকল্পনা অনেক বছর পিছিয়ে রয়েছে।' আসলে মিগ টুয়েন্টি ওয়ানের বিকল্প যে লাগবে, তার জন্য অনেক আগে পরিকল্পনা করা দরকার ছিল। এটা তো বিমানবাহিনীর প্রধান নিজেও স্বীকার করেছেন। সেজন্যই এত বছর ধরে মিগ বিমান দিয়েই চালাতে হচ্ছে,' বলছিলেন মি. সুজান। তবে আর নয়। সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখে ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে মিগ টুয়েন্টি ওয়ান।

নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর

প্রদীপ দেব

মহাবিশ্বের মহাজাগতিক কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেকগুলো শক্তিশালী টেলিস্কোপ মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে। কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে ছুটে আসা মহাজাগতিক বিদ্যুৎ—চুম্বক তরঙ্গ শনাক্ত এবং বিশ্লেষণ করে মহাজাগতিক ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য মহাকাশেই স্থাপন করা হয়েছে 'অবজারভেটরি' বা মানমন্দির। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অবজারভেটরি, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটার দূরে মহাকাশে ভেসে ভেসে মহাজাগতিক ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করছে, তার নাম 'চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি'। যাঁর নাম অনুসারে এই অবজারভেটরির নাম রাখা হয়েছে, তিনি আমাদের উপমহাদেশের সন্তান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর। বিজ্ঞানী মহলে যিনি 'চন্দ্র' নামে পরিচিত।

১৯৯৮ সালে নাসা তাদের নতুন এক্স-রে অবজারভেটরির জন্য নাম আহ্বান করে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। প্রায় ছয় হাজার মানুষ চিঠি লিখে নাম পাঠান। এর মধ্যে বেশির ভাগই বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নাম প্রস্তাব করেন। ১৯৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর নাসার সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, এক্স-রে অবজারভেটরির নাম রাখা হবে 'চন্দ্র'। অবজারভেটরি সেন্টারের পরিচালক হার্ভি ট্যানানবাম বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝার জন্য সারা জীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন চন্দ্রশেখর।

ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনোমার জেনারেল মার্টিন রিজের মতে, আইনস্টাইনের পর চন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মহাবিশ্ব নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে এবং এত গভীরভাবে ভেবেছেন। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের মতে, চন্দ্রশেখর মহাবিশ্বকে বুঝেছিলেন আইনস্টাইনের চেয়েও সঠিকভাবে; কারণ, আইনস্টাইন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, আর চন্দ্রশেখর ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৩ সালে। নক্ষত্রের ভরের সীমাসংক্রান্ত যে গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান, সেই গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল এই উপমহাদেশে ১৯২৯ সালে, চন্দ্রশেখরের বয়স তখন মাত্র ১৯ বছর। চন্দ্রশেখর নিজের জন্মতারিখ বলতেন 'নাইন্টিন টেন নাইন্টিন টেন' অর্থাৎ 'উনিশ দশ উনিশ শ দশ। ১৯১০ সালের ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে (বর্তমানে পাকিস্তান) জন্ম চন্দ্রশেখরের। চন্দ্রশেখরের বাবা সুব্রাহ্মনিয়ান ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কাকা ভেঙ্কটরমনও (নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সি ভি রমন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগপর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল সিভিল সার্ভিসে কাজ করতেন। ১৯১০ সালে চন্দ্রশেখরের জন্মের সময় সুব্রাহ্মনিয়ান নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি অডিটর জেনারেল হিসেবে লাহোরে কর্মরত ছিলেন। বদলির চাকরির কারণে কয়েক বছর পরপর তাঁদের বাসস্থান বদলে যেত। ফলে চন্দ্রশেখরের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়িতেই। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে বাবা ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা করেছেন চন্দ্রশেখর। ইচ্ছেমতো গণিত ও ইংরেজির পাঠ নিয়েছেন। চন্দ্রশেখরের ১২ বছর বয়সের সময় তাঁর বাবা মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। ১৪ বছরে স্কুল সার্টিফিকেট পাস করে চন্দ্রশেখর ভর্তি হন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে ডিস্টিংশনসহ উচ্চমাধ্যমিক পাস করলেন চন্দ্রশেখর। পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বিএসসিতে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিরিজ বক্তৃতা দিয়ে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন আর্নল্ড সমারফেল্ড। এত বড় একজন পদার্থবিজ্ঞানীর লেকচার শুনতে পারবেন ভেবে চন্দ্রশেখর ভীষণ উত্তেজিত। তিনি ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছেন সমারফেল্ডের বিখ্যাত বই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্পেকট্রা লাইন্স। শুধু পড়া নয়, বইতে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধানও করে ফেলেছেন নিজে নিজে

সমারফেল্ডের বক্তৃতার পরের দিন আত্মবিশ্বাসী তরুণ চন্দ্রশেখর হোটেলে গিয়ে দেখা করলেন সমারফেল্ডের সঙ্গে। চন্দ্রশেখরের আগ্রহ আর এত কম বয়সেই পরমাণুর গঠন—সম্পর্কিত জটিল ধারণাগুলো আয়ত্ত করে ফেলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন সমারফেল্ড। কিন্তু তিনি যখন বললেন, তাঁর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বইয়ে বর্ণিত কোয়ান্টাম মেকানিকসের তত্ত্বগুলো ইতিমধ্যে পুরোনো হয়ে গেছে, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চন্দ্রশেখর। সমারফেল্ড অনেকক্ষণ ধরে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা বললেন চন্দ্রশেখরকে। বললেন শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, ডিরাক ও পাউলির নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের কথা। চন্দ্রশেখর ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যানের ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটিস্টিকস আত্মস্থ করেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু সমারফেল্ড জানালেন ম্যাক্সওয়েল-বোল্টজম্যান তত্ত্বেও পরিবর্তন আসছে। সমারফেল্ড কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস সম্পর্কিত তাঁর প্রকাশিতব্য একটা গবেষণাপত্রের প্রুফ পড়তে দিলেন চন্দ্রশেখরকে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্বের ওপর প্রথম পেপারটি পড়ে ফেললেন চন্দ্রশেখর, প্রকাশিত হওয়ার আগেই। জ্বলতে জ্বলতে নিজের নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে হোয়াইট ডোয়ার্ফেপরিণত হয়েছে একটা নক্ষত্র সমারফেল্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন চন্দ্রশেখর। কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯২৮ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিকস---এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের প্রথম গবেষণাপত্র থার্মোডায়নামিকস অব দ কম্পটন ইফেক্ট উইথ রেফারেন্স টু দ্য স্টারস। তারপর সমারফেল্ডের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকসের পেপারটির ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি রচনা করেন চন্দ্রশেখর। দ্য কম্পটন স্ক্যাটারিং অ্যান্ড দ্য নিউ স্ট্যাটিসটিকস শিরোনামের পেপারটির বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও গুরুত্বের কথা চিন্তা করে চন্দ্রশেখর ভাবলেন, পেপারটি রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশ করবেন। কিন্তু রয়েল সোসাইটির কোনো ফেলোর সুপারিশ ছাড়া রয়েল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য কোনো গবেষণাপত্র বিবেচিত হয় না। চন্দ্রশেখর চাইলেই তাঁর কাকা ভেঙ্কটরমনের মাধ্যমে পেপারটি রয়েল সোসাইটিতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু তিনি চাননি ব্যক্তিগত পরিচিতি কাজে লাগাতে। মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন আসা সায়েন্টিফিক জার্নাল খুঁজে দেখলেন রয়্যাল সোসাইটির ফেলো রালফ ফাওলার ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিসটিকস কাজে লাগিয়ে শ্বেত-বামনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রশেখর জার্নাল থেকে ঠিকানা নিয়ে রালফ ফাওলারের কাছে তাঁর পেপারটি পাঠিয়ে দিলেন। ফাওলার এত উঁচুমানের পেপার পেয়ে খুশি হয়েই রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৯২৯ সালে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গবেষণাপত্র। ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পাস করার আগেই চন্দ্রশেখরের আরও দুটি পেপার প্রকাশিত হয় ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। সে বছরই স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ডে রওনা হলেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর রালফ ফাওলারের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করার জন্য। প্রফেসর ফাওলারের শ্বেত—বামন তত্ত্ব—সংক্রান্তযত পেপার প্রকাশিত হয়েছে, তার সব কটিই গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন চন্দ্রশেখর কেমব্রিজে যাওয়ার আগেই। ফাওলারের তত্ত্বসম্প্রসারণ করে নিজেই একটা পেপার লিখে সঙ্গে নিয়েছিলেন জাহাজে ওঠার আগে। আর জাহাজে বসে হাত দিলেন নতুন আরেকটি পেপার লেখার কাজে। প্রফেসর রালফ ফাওলার শ্বেত বামন নক্ষত্রের ধর্মাবলি ব্যাখ্যা করেছেন ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন ব্যবহার করে। যেসব নক্ষত্র জ্বলতে জ্বলতে সেগুলোর নিউক্লিয়ার শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, সাধারণত সেই সব নক্ষত্রকে হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত---বামন বলা হয়। এই নক্ষত্রগুলোর মহাকর্ষ বল এত বেড়ে যায় যে সেগুলোর ঘনত্ব সাধারণ পদার্থের চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি হয়ে পড়ে। ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে আয়তনে ছোট হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো তাপ বিকিরণ করে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে শুরু করে। ফাওলার শ্বেত-বামনের ভর ও ঘনত্বের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সেই সময়ের পরীক্ষামূলক ফলাফলের সঙ্গে মিলে যায়।

জাহাজে বসে চন্দ্রশেখর নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন শ্বেত-বামনের ঘনত্ব ও ভর নিয়ে। ফাওলার ইলেকট্রনকে নন-রিলেটিভিস্টিক বা অনাপেক্ষিক কণা হিসেবে ধরে নিয়ে হিসাবের মধ্যে নিউটনিয়ান মেকানিকস প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শ্বেত—বামনের কেন্দ্রে ইলেকট্রনগুলো এত জোরে ছুটে বেড়াচ্ছে, তারা কিছুতেই অনাপেক্ষিক থাকতে পারে না। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করতেই হবে। নক্ষত্রগুলোর একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন ধরে নিয়ে ফাওলার হিসাব করে দেখিয়েছেন, শ্বেত—বামনের ঘনত্ব হবে ভরের বর্গের সমানুপাতিক। একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা বোঝা যায়। নক্ষত্রের ভর যত বেশি হবে, মাধ্যাকর্ষণ বল তত বেশি হবে; ফলে নক্ষত্রের ভেতরের পদার্থগুলো ঘন হয়ে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাবে আর ঘনত্ব বেড়ে যাবে। ফলে নক্ষত্রের আয়তন খুব কমে যাবে। সেগুলো এত ছোট হয়ে যাবে যে সেগুলো আর দেখা যাবে না। সে কারণেই সূর্যের চেয়ে বেশি ভরের কোনো শ্বেত—বামন নক্ষত্র দেখা যায় না। চন্দ্রশেখর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখলেন, ভরের তুলনায় শ্বেত---বামনের ঘনত্ব ফাওলারের হিসাবের তুলনায় আরও অনেক বেড়ে যায়। ভর বৃদ্ধির সঙ্গে ঘনত্বের দ্রুত বৃদ্ধিই শুধু হয় না, একটা নির্দিষ্ট ভরের বেশি হলে ঘনত্বের পরিমাণ হয়ে যায় অসীম। ভরের এই নির্দিষ্ট সীমাই পরে 'চন্দ্রশেখর লিমিট' হিসেবে গৃহীত হয়। ভরের এই সীমা নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে।

চন্দ্রশেখর জাহাজে বসে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর আগেই লিখে শেষ করলেন তাঁর পেপার 'দ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ'। তিনি হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে কোনো শ্বেত—বামনের ভর সূর্যের ভরের ৯০ শতাংশের বেশি হলে তার ঘনত্ব অসীম হয়ে যাবে। পরে অবশ্য এই মান কিছুটা পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে চন্দ্রশেখর লিমিট হলো সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ। এর ৫৩ বছর পর ১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার পান এই কাজের জন্য, যা তিনি করেছিলেন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ভারত থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে জাহাজে বসে। কেমব্রিজে গিয়ে প্রফেসর ফাওলারের সঙ্গে দেখা করলেন চন্দ্রশেখর। ফাওলারের সঙ্গে দেখা করেই তিনি নতুন লেখা পেপার দুটি দেখালেন। প্রথম পেপার, যেটাতে ফাওলারের কাজ বিস্তৃত করা হয়েছে, তা খুশি মনে মেনে নিলেন ফাওলার এবং রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেপার যেটাতে চন্দ্রশেখর ভরের সীমা হিসাব করেছেন, সেটা নিয়ে ফাওলার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। ফাওলার বললেন পেপারটা এডওয়ার্ড মিলনির কাছে পাঠিয়ে মতামত নিতে। কিন্তু কয়েক মাস পরও ফাওলার বা মিলনির কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না পেপারটির ব্যাপারে। চন্দ্রশেখর বুঝতে পারলেন যে ফাওলার হয়তো চাচ্ছেন না যে পেপারটি এখন প্রকাশিত হোক। চন্দ্রশেখর আর অপেক্ষা করলেন না। পেপারটির ছোট একটা সংস্করণ (মাত্র দুই পৃষ্ঠা) পাঠিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে। পরের বছর অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত হলো চন্দ্রশেখরের বিখ্যাত গবেষণাপত্রদ্য ম্যাক্সিমাম মাস অব আইডিয়েল হোয়াইট ডোয়ার্ফ (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, (১৯৩১) সংখ্যা ৭৪, পৃ. ৮১-৮২)।

রিলেটিভিস্টিক আয়োনাইজেশন ও মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে ১৯৩৩ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করলেন চন্দ্রশেখর। এরপর ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পেলেন। রামানুজনের পরে চন্দ্রশেখরই হলেন দ্বিতীয় ভারতীয়, যিনি এই ফেলোশিপ পেলেন। ১৯৩৪ সালের মধ্যে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের আলোকে শ্বেত—বামনের ভর ও ঘনত্বের সীমা নিয়ে বিস্তারিত হিসাবসহ দুটি পেপার প্রকাশের জন্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে জমা দিলেন। রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে সোসাইটির মাসিক সভায় বক্তৃতা দেন চন্দ্রশেখর। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেই সময় এডিংটনের কথাই শেষ কথা। এডিংটন চন্দ্রশেখরের গবেষণাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই না; বরং অপমান করলেন। এডিংটনের মতে যে কোনো তারাই শক্তিক্ষয়ের পর একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই মরে যাবে। সেখানে শ্বেত—বামন বা ভরের সীমার কোনো শর্ত থাকতে পারে না।

এর প্রায় দুই যুগ পর চন্দ্রশেখর লিমিট নিজের যোগ্যতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আবিষ্কারগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। চন্দ্রশেখরের সীমার চেয়ে বেশি ভরের তারাগুলোর ভবিষ্যৎ কী? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন পাওয়া না গেলেও আজ আমরা সবাই জানি যে এরা 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাকহোল'—এ রূপান্তরিত হয়।

এডিংটনের কারণে ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য হয়েগিয়েছিল চন্দ্রশেখরের। ১৯৩৫ সালে তিনি পাড়ি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। চার মাস কাজ করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর যোগ দিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪২ সালে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ১৯৪৪ সালে ফুল প্রফেসর হন চন্দ্রশেখর। ১৯৫২ সালে 'মরটন ডি হাল ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস প্রফেসর' হন। ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণের পরও ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে আমৃত্যু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন চন্দ্রশেখর। ৪৮ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ৫১ জন গবেষক পিএইচডি ডিগ্রি পান চন্দ্রশেখরের তত্ত্বাবধানে। ১৯৯৫ সালের ২১ আগস্ট চন্দ্রশেখর মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলা শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে বছর বাচাও নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রে বর্ষার ভয়াবহ তাণ্ডব: রেড অ্যালার্ট জারি, জনজীবন বিপর্যস্ত !

হায়দ্রাবাদ, ২৪শে জুলাই : গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টিতে তেলেঙ্গানা রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাগাতার বর্ষণে রাজ্যের ৩৩টি জেলাই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, যার ফলে গ্রামগুলি জলমগ্ন, পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ভারতের আবহাওয়া দফতর বঙ্গোপসাগরে একটি সক্রিয় নিম্নচাপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে রাজ্যজুড়ে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য।

মূলুগু, জয়শঙ্কর ভূপাল্লি, কুমরাম ভীম আসিফাবাদ, মানচেরিয়াল এবং পেদ্দাপল্লি জেলায় জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও অরেঞ্জ ও ইয়েলো অ্যালার্ট জারি রয়েছে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ার কারণে। কিছু এলাকায় ২০ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যার ফলে রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, বহু গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং জরুরি পরিষেবা দলগুলি রাজ্যজুড়ে সক্রিয় রয়েছে।

মূলুগু জেলা এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে। গত ২৩শে জুলাই এই জেলায় রেকর্ড ২৫৫ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং পরের দিনও ২১৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ভয়াবহ বন্যার ফলে নিচু এলাকা এবং কৃষি জমিগুলি সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেছে। এররাভাগু ও জাম্পান্নাভাগু-এর মতো স্থানীয় নদীগুলিতে জল উপচে পড়ায় আদিলাবাদ ও এতুরুনগরাম মণ্ডলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়েছে। মঙ্গলপেট মণ্ডলে গিরিজন পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি কালভার্ট ভেঙে পড়েছে, যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। একইসাথে, পাক্কাল নদী উপচে পড়ায় ১২টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। করিমনগর জেলাতেও ৯.৩ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের রাস্তাঘাটগুলি নদীতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক 'স্মার্ট সিটি' পরিকাঠামোও এই বৃষ্টির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে। কালেক্টরেটের আশেপাশের এলাকাতেও ব্যাপক জল জমার খবর পাওয়া গেছে। খাম্মাম জেলায় গোদাবরী নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ভদ্রাচলমে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওয়াইরা জলাধার থেকে ৩৩,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিছু মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। মূলুগুর ওয়াজেদু মণ্ডলে বজ্রপাতে ২০ বছর বয়সী ততাপল্লি ভেনু মারা গেছেন। মাহবুবাবাদের রাল্লা অররেভাগু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আগাবয়না নরেশ নিখোঁজ হয়েছেন। অন্যদিকে, এসএস তাডওয়াই মণ্ডলে, বন্যা কবলিত এলাকায় আটকে পড়া এক গর্ভবতী মহিলা, গুম্মাদি কৃষ্ণাবেনুকে গ্রামবাসীরা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সাহসিকতার সাথে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে এসেছেন।

রাজ্য সরকার জরুরি অভিযানের জন্য এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ দল মোতায়েন করেছে। পরিস্থিতি দ্রুত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা কালেক্টরেটগুলিতে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি বাস্তুচ্যুত ১৯,০০০ বাসিন্দার জন্য অবিলম্বে ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সব রকম সাহায্য নিশ্চিত করতে বলেছেন।

এখনও পর্যন্ত মোট মৌসুমি বৃষ্টিপাত ২৬.৭৯ সেন্টিমিটারে পৌঁছেছে, যা প্রত্যাশিত গড় ২৯.৭৮ সেন্টিমিটারের চেয়ে ১০ শতাংশ কম। আবহাওয়া দফতর মাস শেষের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা কিছুটা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। তেলেঙ্গানার পাশাপাশি মহারাষ্ট্রেও প্রবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। মুম্বাই, কোঙ্কণ, সাতারা এবং অন্যান্য বেশ কিছু অংশে লাগাতার ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের আবহাওয়া দফতর ২৪শে জুলাইয়ের জন্য পুনেতে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে, যা সেখানকার বাসিন্দাদের সম্ভাব্য বন্যা, যানজট এবং কম দৃশ্যমানতার বিষয়ে সতর্ক করছে। এটি দেশজুড়ে এই সপ্তাহে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের একটি বৃহত্তর আবহাওয়া সতর্কতার অংশ।

আবহাওয়া দফতরের পুনে-শিবাজিনগরের ৭ দিনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই সপ্তাহে বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশ থাকবে। ২৪শে জুলাই শহরের তাপমাত্রা ২৮ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে এবং আর্দ্রতার মাত্রা ৮৫-৭২ এর কাছাকাছি থাকবে। পরের দিনগুলির পূর্বাভাস একই রকম থাকবে, সাধারণত মেঘলা আকাশ এবং ২৮শে জুলাই থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় পুনেতে ০.৩৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, সকালে আর্দ্রতা ৮৭ এ পৌঁছেছে। আগামীকাল সকাল ৬:১০ মিনিটে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যা ৭:১৩ মিনিটে সূর্যাস্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর ২৪ এবং ২৫শে জুলাই কোঙ্কণ এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাট অঞ্চলগুলিতে খুব ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। পুনে, এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, সারা দিন তীব্র বৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে উঁচু এবং নিচু এলাকায়। মারাঠাওয়াড়াতেও ২৬শে জুলাই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পুনেতে যানজটের সম্ভাব্য এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে: পুনে-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে (লোনাভালা ঘাট অংশ) যেখানে জলজমাট এবং ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে। সিংহগড় রোড ও কাটরাজ-দেহু রোড বাইপাস যেখানে ভারী জল জমার প্রবণতা দেখা যায়। শিবাজিনগর, সদাশিব পেঠ এবং নারায়ণ পেঠের মতো পুরাতন নিকাশী ব্যবস্থার কারণে এখানকার পেঠ এলাকাগুলিতে বন্যা হতে পারে। হাদাপসর এবং খারাদি-এর মতো আইটি করিডোরগুলিতে পিক আওয়ারে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, স্বরগেট, বিবাওয়েদি এবং কোথরুদ-এ ধীর গতির যান চলাচল এবং সম্ভাব্য ডাইভারশনের আশা করা হচ্ছে।

বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে, জরুরি কিট প্রস্তুত রাখতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও আবহাওয়ার সতর্কতার মাধ্যমে আপডেট থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে শক্তিশালী ভূপৃষ্ঠের বাতাস আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে খোলা বা উঁচু এলাকায় যাতায়াতের সময় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের জন্য "কমলা" সতর্কতা জারি করেছে, শহরটিতে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, রায়গড় এবং রত্নগিরি জেলায় আগামী দুই দিনের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায়, পূর্ব শহরতলীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, গড়ে ৪৮ মিমি, এরপর পশ্চিমা শহরতলীতে ৪১ মিমি এবং দ্বীপ শহর বিভাগে ৩৩ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার পাশাপাশি, বৃহন্মুম্বাই পৌরসভা (বিএমসি) বৃহস্পতিবার (২৪শে জুলাই) থেকে রবিবার (২৭শে জুলাই) পর্যন্ত পরবর্তী চার দিনের জন্য উচ্চ জোয়ারের সতর্কতা জারি করেছে। ২৬শে জুলাই সমুদ্রের ঢেউয়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪.৬৭ মিটার হওয়ার সম্ভাবনা। বিএমসির মতে, বৃহস্পতিবার ঢেউয়ের উচ্চতা ৪.৫৭ মিটার, শুক্রবার ৪.৬৬ মিটার এবং শনিবার ৪.৬৭ মিটার হতে পারে। রবিবার বিএমসি ৪.৬০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ জোয়ারের বিষয়ে সতর্ক করেছে।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে সাতটি আংশিক বাড়ি ধসের ঘটনা ঘটেছে। একই সময়ে মুম্বাইয়ে অন্তত ২৫টি গাছ ধসের ঘটনাও ঘটেছে বলে বিএমসি জানিয়েছে। এছাড়া, মুম্বাইয়ে ১২টি শর্ট সার্কিটের ঘটনাও ঘটেছে।

ওড়িশায় ২৪ ও ২৫শে জুলাই, মধ্যপ্রদেশে ২৬ ও ২৭শে জুলাই, ছত্তিশগড়ে ২৫ ও ২৬শে জুলাই, বিদর্ভ এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে ২৫শে জুলাই বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ডে ২৪-২৮শে জুলাই পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং বিহার, উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ২৪-২৭শে জুলাই পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। আগামী ৭ দিন ধরে বেশিরভাগ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত বজ্রবিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া (৩০-৪০ কিমি/ঘন্টা বেগে) সহ হতে পারে, ২৪ ও ২৫শে জুলাই বিহারে মাঝারি বজ্রপাতের সম্ভাবনা।

উপকূলীয় কর্ণাটকে ২৪শে জুলাই বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কেরালা ও মাহে, উপকূলীয় ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ২৪-২৯শে জুলাই বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম, উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ২৪-২৭শে জুলাই পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত এবং তেলেঙ্গানা ও উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানামে ২৪ ও ২৫শে জুলাই বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী ৫ দিন ধরে দক্ষিণ উপদ্বীপ ভারতের উপর শক্তিশালী ভূপৃষ্ঠের বাতাস (৪০-৫০ কিমি/ঘন্টা বেগে) প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা। আগামী ৭ দিন ধরে কেরালা ও মাহে, লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক, রায়লসীমা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও ইয়ানাম এবং তেলেঙ্গানায় বেশিরভাগ/অনেক স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত।

২৫শে জুলাই কোঙ্কণ এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাট এলাকাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কোঙ্কণ ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাট অঞ্চলগুলিতে ২৪-৩০শে জুলাই পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন থেকে কিছু স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং মারাঠাওয়াড়াতে ২৫ ও ২৬শে জুলাই, গুজরাট অঞ্চলে ২৫-২৯শে জুলাই, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে ২৬-২৯শে জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত এবং গুজরাট অঞ্চলে ২৭ ও ২৮শে জুলাই বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী ৬-৭ দিন ধরে বেশিরভাগ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

২৭ ও ২৮শে জুলাই পূর্ব রাজস্থানে এবং ২৮শে জুলাই পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাত। জম্মু ও কাশ্মীর ২৯ ও ৩০শে জুলাই, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান ২৬-৩০শে জুলাই, উত্তরাখণ্ড ২৪-৩০শে জুলাই, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ২৭ ও ২৮শে জুলাই, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ২৫-৩০শে জুলাই, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ২৪-৩০শে জুলাই পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী ৭ দিন ধরে পশ্চিমা হিমালয় অঞ্চল এবং সমতল ভূমির কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা/মাঝারি বৃষ্টিপাত।

আগামী ৫ দিন ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে বেশিরভাগ স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ, বজ্রপাত এবং বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত সহ হালকা/মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, ২৬শে জুলাই অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম ও ত্রিপুরায় অতি ভারী বৃষ্টিপাত।

জেলেদের জন্য ২৪শে জুলাই থেকে ২৯শে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে, যাতে তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমুদ্রে না যান। আরব সাগরের জন্য বিশেষ সতর্কতা রয়েছে, যেখানে গুজরাট, কোঙ্কণ, গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা উপকূল বরাবর এবং সংলগ্ন সমুদ্র এলাকার পাশাপাশি লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, কমোরিন এলাকা, দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব-মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব আরব সাগরের অনেক অংশে সমুদ্রের পরিস্থিতি বিপজ্জনক হতে পারে। এছাড়াও, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য আরব সাগরের কিছু অংশে এবং সোমালিয়া উপকূল বরাবর, দক্ষিণ ওমান এবং সংলগ্ন ইয়েমেন উপকূলও ঝড়ো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে। এই সকল অঞ্চলে ২৪ থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরেও একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, মায়ানমার উপকূল, মান্নার উপসাগর এবং আন্দামান সাগরের বেশিরভাগ অংশে ২৪ থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের বেশিরভাগ অংশ এবং সমগ্র তামিলনাড়ু উপকূল বরাবর ২৪ থেকে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত ঝড়ো আবহাওয়া থাকবে। উত্তর আন্দামান সাগরেও ২৮ থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ঐতিহাসিক চুক্তি : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং সুযোগের এক নতুন যুগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে যুগান্তকারী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত

নতুন দিল্লি, ২৪ জুলাই, ২০২৫, পিআইবি।।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ ভারত ও যুক্তরাজ্য ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল এবং যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী জোনাথন রেনল্ডস দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

এই এফটিএ প্রধান উন্নত অর্থনীতির সাথে ভারতের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং অর্থনৈতিক একীকরণকে শক্তিশালী করার জন্য একটি যৌথ প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। বিশ্বের চতুর্থ এবং ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে, ভারত এবং যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। ৬ই মে ২০২৫ তারিখে ঘোষিত আলোচনার সফল সমাপ্তির পর ভারত-যুক্তরাজ্যের মধ্যে এই সিইটিএ স্বাক্ষরিত হয়। বলাবাহুল্য যে, এই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করাই হল দুই দেশের লক্ষ্য।

সিইটিএ যুক্তরাজ্যে ভারতের রপ্তানিকৃত সামগ্রীর ৯৯ এর জন্য অভূতপূর্ব শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে, যা প্রায় সমগ্র বাণিজ্য বাস্কেটকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এতে করে বস্ত্র, সামুদ্রিক পণ্য, চামড়া, পাদুকা, ক্রীড়া সামগ্রী, খেলনা এবং রত্ন ও অলঙ্কারের মতো শ্রম-নিবিড় শিল্পের জন্য নতুন সুযোগ খুলে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, অটো যন্ত্রাংশ এবং জৈব রাসায়নিকের মতো দ্রুত বর্ধনশীল খাতগুলির জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

এরফলে ভারতের অর্থনীতির একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি, পরিষেবা খাতেও বিস্তৃত সুবিধা দেখতে পাওয়া যাবে। চুক্তিটি আইটি এবং আইটি-সক্ষম পরিষেবা, আর্থিক ও আইনি পরিষেবা, পেশাদার এবং শিক্ষামূলক পরিষেবা এবং ডিজিটাল বাণিজ্যে বৃহত্তর বাজার সুবিধা প্রদান করবে। এরফলে ভারতীয় পেশাদাররা, যার মধ্যে রয়েছে কোম্পানিগুলি কর্তৃক যুক্তরাজ্যে কাজ করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিরা, স্থপতি, প্রকৌশলী, শেফ, যোগ প্রশিক্ষক এবং সঙ্গীতজ্ঞদের মতো চুক্তিতে নিযুক্ত পেশাদাররা, সরলীকৃত ভিসা পদ্ধতি এবং উদারীকরণকৃত প্রবেশাধিকার বিভাগসমূহ থেকে উপকৃত হবেন। এতে করে প্রতিভাসম্পন্নদের যুক্তরাজ্যে কাজ করা সহজ হবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যা এই ঐতিহাসিক চুক্তি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন:

"এই সিইটিএ দুটি প্রধান অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক কে চিহ্নিত করে, একটি উচ্চাভিলাষী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো স্থাপন করবে। এটি যুক্তরাজ্যে ভারতীয় রপ্তানির ৯৯ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করবে, যার মধ্যে প্রায় ১০০ বাণিজ্য মূল্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর লক্ষ্য শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলি তথা "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার জন্য একটি মঞ্চ তৈরি করা। এতে পণ্য ও পরিষেবা উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যুক্ত করবে, একই সাথে চুক্তিবদ্ধ পরিষেবা প্রদানকারী, ব্যবসায়িক এবং স্বাধীন পেশাদারদের জন্য সুবিধা সহজ করে ভারতীয় পেশাদারদের জন্য গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। উদ্ভাবনী ডাবল কন্টিবিউশন কনভেনশন ভারতীয় কর্মী এবং তাদের নিয়োগকর্তাদের তিন বছরের জন্য যুক্তরাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা অবদান থেকে অব্যাহতি দেবে, প্রতিযোগিতা এবং উপার্জন বৃদ্ধি করবে। এই এফটিএ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে, কৃষক, কারিগর, শ্রমিক, এমএসএমই, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের উপকৃত করবে, একই সাথে ভারতের মূল স্বার্থ রক্ষা করবে এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শক্তিধর হয়ে ওঠার দিকে আমাদের যাত্রা ত্বরান্বিত করবে।"

ভারত ডবল কনট্রিবিউশন কনভেনশনের উপর একটি চুক্তি নিশ্চিত করেছে। এর ফলে ভারতীয় পেশাদার এবং তাদের নিয়োগকর্তারা তিন বছর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবেন, যা ভারতীয় প্রতিভার ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক উন্নত করবে। এই চুক্তিটি বাণিজ্যকে আরও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। নারী ও যুব উদ্যোক্তা, কৃষক, জেলে, স্টার্টআপ এবং এমএসএমই বিশ্বব্যাপী মূল্য শৃঙ্খলে নতুন করে প্রবেশাধিকার পাবে, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে, সুস্থায়ী অনুশীলনকে উৎসাহিত করবে এবং শুল্ক-বহির্ভূত বাধা হ্রাস করবে। সিইটিএ আগামী বছরগুলিতে বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে,

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আগামী ২৬ এবং ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে 'নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা, ২০২৫' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করবে। সেনা কর্মী, প্রাক্তন সৈনিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে উপযুক্ত আইনি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সৈনিক বোর্ডে একটি আইন সেবা ক্লিনিক প্রাথমিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ক্লিনিকে একজন অধিকার মিত্র থাকবেন, যিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রাক্তন জওয়ান। নালসার এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি সূর্য কান্ত আগামী ২৬শে জুলাই জম্মু ও কাশ্মীরে আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রত্যেক রাজ্যের আইন সেবা ক্লিনিকের ভার্চুয়াল-ভাবে উদ্বোধন করবেন। রাজ্য সৈনিক বোর্ডে আইন সেবা ক্লিনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি আইনি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হবে।

ভারতীয় বায়ু সেনা / INDIAN AIR FORCE

JOIN INDIAN AIR FORCE AS AGNIVEERVAYU

INDIAN AIR FORCE INVITES ONLINE APPLICATIONS FROM UNMARRIED INDIAN MALE AND FEMALE CANDIDATES FOR SELECTION TEST FOR AGNIVEERVAYU INTAKE 02/2026 UNDER AGNIPATH SCHEME.

Online Registration dates : From 1100 Hr on 11 July 2025 to 2300 Hr on 31 July 2025.

Online Examination dates : From 25 September 2025 onwards.

Web portal for registration : https://agnipathvayu.cdac.in

Date of Birth Block : Born between 02 July 2005 and 02 January 2009 (both dates inclusive)

Educational Qualification :

1. Science Subjects.

Candidates should have passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent examination with Mathematics, Physics and English from Education Boards recognised by Central, State and UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English.

OR

Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Automobile/ Computer Science/ Instrumentation Technology/ Information Technology) from Central, State and UT recognised Polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Diploma Course (or in Intermediate/ Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course).

OR

Passed Two years Vocational Course with non-vocational subject viz. Physics and Mathematics from Education Boards recognised by Central, State and UT with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/ Matriculation, if English is not a subject in Vocational Course).

2. Other than Science Subjects

Passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent Examination in any stream/ subjects from Education Boards recognised by Central, State and UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English.

OR

Passed two years Vocational Course from Education Boards recognised by Central, State and UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/ Matriculation if English is not a subject in Vocational Course).

Note: Candidates eligible for Science Subjects examination (including Intermediate/ 10+2/ three years diploma course in engineering or two years vocational course with non-vocational subjects of Physics and Maths) are also eligible for Other than Science Subjects and would be given an option of appearing in both Science Subjects and Other than Science Subjects examination in one sitting while filling up the online registration form.

Registration & Examination Fee: Rs. 550/- plus GST

FOR DETAILED INFORMATION ON ENTRY LEVEL QUALIFICATION, MEDICAL STANDARDS, TERMS & CONDITIONS, INSTRUCTIONS FOR FILLING UP ONLINE APPLICATIONS AND REGISTRATION FOR AGNIVEERVAYU INTAKE 02/2026 LOG ON TO https://agnipathvayu.cdac.in

Scan QR code for information and registration of application

ICA/D-643/25

Published by
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING,
GOVERNMENT OF TRIPURA

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Advt. No. 23/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidate for recruitment to 16(Sixteen) (UR-9, ST-4 & SC-3) Nos. of post of Food Safety Officer, Group-B Gazetted under Health and Family Welfare Department, Govt. of Tripura.

For detailed Advertisement please visit- https://tpsc.tripura.gov.in.

(S.Mog IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

বৃহস্পতিবার আগরতলায় এআইকিকিএমওর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আয়ুর্বেদিক অয়েল পুলিংয়ের চমকপ্রদ তথ্য

আয়ুর্বেদ ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে একটি জনপ্রিয় এবং সহজ পদ্ধতি হল অয়েল পুলিং বা তেল কুলকুচি, যা মুখের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। এই পদ্ধতিতে নারকেল তেল, তিল তেল বা সূর্যমুখী তেল দিয়ে মুখে কুলকুচি করে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়া হয়। আধুনিক গবেষণা এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সমন্বয়ে অয়েল পুলিংয়ের চমকপ্রদ উপকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে আমরা অয়েল পুলিংয়ের উপকারিতা, এর পদ্ধতি, এবং মাত্র ৭ দিনের মধ্যে এটি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

অয়েল পুলিং কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

অয়েল পুলিং একটি আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি, যেখানে সকালে খালি পেটে ১-২ চা চামচ তেল মুখে নিয়ে ১৫-২০ মিনিট কুলকুচি করা হয় এবং তারপর তেল ফেলে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া মুখের ব্যাকটেরিয়া, বিষাক্ত পদার্থ এবং প্লাক দূর করে। আয়ুর্বেদে বলা হয়, মুখ হল শরীরের স্বাস্থ্যের প্রবেশদ্বার, এবং অয়েল পুলিং শরীরের ডিটক্সিফিকেশনের একটি প্রাকৃতিক উপায়। গবেষণায় দেখা গেছে, নারকেল তেলে থাকা লরিক অ্যাসিড এবং তিল তেলে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান মুখের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে।

অয়েল পুলিংয়ের চমকপ্রদ উপকারিতা অয়েল পুলিংয়ের উপকারিতা কেবল মুখের স্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। এর কিছু উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হল:

মুখের স্বাস্থ্যের উন্নতি:

অয়েল পুলিং মাড়ির রোগ, দাঁতের ক্ষয়, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে সহায়ক। ২০০৮ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তিল তেল দিয়ে অয়েল পুলিং মুখের স্ট্রেপটোকক্কাস মিউটান্স ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ ২০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এটি দাঁতকে সাদা এবং মাড়িকে শক্তিশালী করে।

দাঁতের প্লাক এবং দাগ দূর করে:

নিয়মিত অয়েল পুলিং দাঁতের প্লাক এবং হলুদ দাগ দূর করে, যা একটি স্বাস্থ্যকর হাসির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নারকেল তেল এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর, কারণ এটি প্রাকৃতিক ভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল। শরীরের ডিটক্সিফিকেশন: আয়ুর্বেদ অনুসারে, অয়েল পুলিং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। এটি হজমশক্তি উন্নত করে, মাথাব্যথা কমায় এবং ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ কমাতে সহায়ক। একটি এক্স পোস্টে বলা হয়েছে, "৭ দিন অয়েল পুলিং করুন, ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং শক্তি বাড়বে।"

মাথাব্যথা এবং সাইনাসের সমস্যা কমায়: অয়েল পুলিং সাইনাসের প্রদাহ এবং মাথাব্যথা কমাতে পারে। এটি মুখের মাধ্যমে শরীরের প্রদাহ হ্রাস করে এবং শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

হরমোনাল ভারসাম্য এবং ঘুমের উন্নতি: নিয়মিত অয়েল পুলিং হরমোনাল ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং ঘুমের মান উন্নত করতে সহায়তা করে। এটি মানসিক চাপ কমায় এবং শরীরে শক্তির মাত্রা বাড়ায়। কীভাবে অয়েল পুলিং করবেন? অয়েল পুলিংয়ের পদ্ধতি খুবই সহজ এবং বাড়িতে করা যায়। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন: তেল নির্বাচন: নারকেল তেল বা তিল তেল ব্যবহার করুন। জৈব এবং কোল্ড-প্রেসড তেল সবচেয়ে ভালো ফল দেয়।

পরিমাণ: ১-২ চা চামচ তেল মুখে নিন। প্রথমবারের জন্য অল্প পরিমাণ তেল ব্যবহার করুন।

কুলকুচি: সকালে খালি পেটে ১৫-২০ মিনিট তেল মুখে কুলকুচি করুন। তেলটি দাঁত এবং মাড়ির চারপাশে ঘুরিয়ে নিন, তবে গিলে ফেলবেন না। তেল ফেলে দেওয়া: তেলটি টিস্যু বা ডাস্টবিনে ফেলে দিন। সিঙ্কে ফেলবেন না, কারণ এটি পাইপ বন্ধ করতে পারে। মুখ ধোয়া: গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন এবং তারপর দাঁত ব্রাশ করুন। ৭ দিনের চ্যালেঞ্জ: কী প্রত্যাশা করবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাত্র ৭ দিনের নিয়মিত অয়েল পুলিং আপনার স্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। প্রথম দিন থেকেই আপনি মুখে সতেজতা অনুভব করবেন। তৃতীয় দিনের মধ্যে মুখের দুর্গন্ধ কমে যাবে এবং দাঁতের প্লাক হ্রাস পাবে। পঞ্চম দিনে ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং হজমশক্তির উন্নতি লক্ষণীয় হবে। সপ্তম দিনে আপনি শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি এবং মানসিক চাপ হ্রাস পাবেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিনের অয়েল পুলিং মাড়ির প্রদাহ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

সতর্কতা এবং পরামর্শ তেল গিলে ফেলবেন না: তেলে মুখের বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়, তাই এটি গিলে ফেললে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।

ধৈর্য ধরুন: প্রথমবার ১৫-২০ মিনিট কুলকুচি করা কঠিন হতে পারে। ধীরে ধীরে সময় বাড়ান।

ডাক্তারের পরামর্শ: দাঁত বা মাড়ির গুরুতর সমস্যা থাকলে অয়েল পুলিংয়ের আগে ডেন্টিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

নিয়মিত ব্রাশিং: অয়েল পুলিং দাঁত ব্রাশিংয়ের বিকল্প নয়। এটি একটি পরিপূরক পদ্ধতি।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ অয়েল পুলিংয়ের শুরুতে কিছু মানুষের বমি বমি ভাব বা মুখে অস্বস্তি হতে পারে। এটি এড়াতে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান। এছাড়া, নিম্নমানের তেল ব্যবহার করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। সর্বদা জৈব এবং বিশুদ্ধ তেল বেছে নিন। অয়েল পুলিং একটি সহজ, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি যা মুখের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অসাধারণ উপকারিতা প্রদান করে। মাত্র ৭ দিনের নিয়মিত অভ্যাস আপনার দাঁত, মাড়ি, ত্বক এবং শরীরের শক্তির মাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, এই পদ্ধতি সবার জন্য একটি প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য সমাধান হতে পারে। তাই, আজই নারকেল বা তিল তেল নিয়ে অয়েল পুলিং শুরু করুন এবং ৭ দিনের মধ্যে এর চমকপ্রদ ফলাফল অনুভব করুন।

আনারসে পোড়া ত্বকের ক্ষত সারে

আনারস খেতে ভালোবাসেন? জানেন কি, শুধু স্বাদেই নয়এই ফলে রয়েছে এমন কিছু উপাদান, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আমরা অনেকেই জানি, আনারসে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে। তবে এর পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছেব্রোমেলাইন, যা আনারসের গুণ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

ব্রোমেলাইন হল একটি প্রাকৃতিক এনজাইম, যা প্রধানত আনারসে পাওয়া যায়। এটি শরীরে বিভিন্ন উপকারে লাগে।

১। ব্যথা, ফোলাভাব ও আর্থাইটিসে কার্যকর:

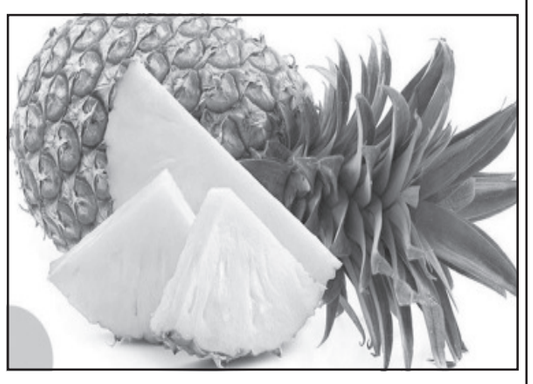

ব্রোমেলাইন একটি শক্তিশালী প্রদাহনাশক। এটি আঘাতজনিত ব্যথা বা ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া আর্থাইটিসের কারণে অস্থিসন্ধিতে যে আড়ষ্টতা ও ফোলাভাব হয়, তাও উপশম করতে সাহায্য করে।

২। দাঁতের যত্নে সহায়ক: দাঁত তোলার পর ব্যথা কমাতে ব্রোমেলাইন কার্যকর। এটি দাঁতের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং দাঁতের হলদেটে ভাবও কমাতে ভূমিকা রাখে।

৩। প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে: ব্রোমেলাইন প্রোটিনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে শরীরে পেশি তৈরিতে সাহায্য করে। যারা শরীরচর্চা করেন বা পেশি গঠনে মনোযোগ দেন, তাদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী।

৪। ত্বকের যত্নে উপকারী: ব্রোমেলাইনে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। এটি মৃত কোষ দূর করে এবং কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ রোধ করে।

৫। পোড়া ত্বকের ক্ষত সারাতে সহায়ক: ত্বকের পোড়া অংশের দ্রুত পুনর্গঠনে ব্রোমেলাইন অত্যন্ত কার্যকর। এটি নতুন ত্বক তৈরিতে সহায়তা করে।

৬। হজমে সহায়ক: প্রোটিন ভেঙে হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরিতে উৎসাহ দেয় ব্রোমেলাইন। ফলে এটি হজমের সমস্যা যেমন গ্যাস্ট্রিক, বদহজম ইত্যাদিতে ভালো কাজ করে।

৭। ওজন কমাতে সাহায্য করে: ব্রোমেলাইন বিপাক হার (মেটাবলিজম) বাড়াতে সাহায্য করে। বিপাক বাড়লে ক্যালোরি খরচও বাড়ে, ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

উপসংহার:

আনারস শুধু একটি সুস্বাদু ফল নয়, এটি শরীরের নানা সমস্যার প্রতিকারে কার্যকর। তাই পরিমাণমতো আনারস খেলে শরীর যেমন চনমনে থাকবে, তেমনই মিলবে ভেতর থেকে স্বাস্থ্যকর সৌন্দর্য।

তবে চেষ্টা করবেন জুস খেতেও।

প্রতিদিন ৩টি ডিম খেলে শরীরে কী প্রভাব পড়ে

এতে রয়েছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল ও চর্বি, যা শরীরের নানা দিক থেকে উপকারে আসে।

কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালের প্রধান ডায়েটিশিয়ান প্রতীক্ষা কাদম বলেন, ডিমে থাকা নয়টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের পেশি গঠন ও পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

ডিমে থাকা ভিটামিন বি১২, কোলিন এবং লুটেইন মস্তিষ্ক ও চোখের জন্য উপকারী। এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

তবে প্রশ্ন উঠছেপ্রতিদিন তিনটি ডিম খাওয়া কি আদৌ যথেষ্ট? কিংবা তা কি স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াতে পারে?

তিনটি ডিমে পর্যাপ্ত প্রোটিন হয় কি: ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান উমাং মালহোত্রা বলেন, একটি বড় ডিমে প্রায় ৬-৭ গ্রাম উচ্চমানের প্রোটিন থাকে। যার অ্যামিনো অ্যাসিড স্কোর ১.০যা সর্বোচ্চ।

ডিমের সাদা অংশে থাকে প্রধানত ওভালবুমিন নামের প্রোটিন, আর কুসুমে থাকে লেসিথিন, চর্বি, এবং ভিটামিনএ,ডি, ই ও বি১২।

ডায়েটিশিয়ান প্রতীক্ষা কাদম বলেন, তিনটি ডিম মানে দিনে ১৮—২১ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সকালের খাবারে অন্তত ৪০—৫০ গ্রাম প্রোটিন থাকা উচিত।

ফলে ডিম যদি একমাত্র প্রোটিনের উৎস হয়, তবে তা পরিপূর্ণ নয় এবং শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

অতিরিক্ত ডিম খাওয়া কি বিপজ্জনক: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি ডিমে প্রায় ১৮৬ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। অতিরিক্ত ডিম খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের (এলডিএল) পরিমাণ বেড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

বিশেষত যারা আগে থেকেই হৃদরোগে ভুগছেন, তাদের জন্য এটি হতে পারে মারাত্মক ক্ষতিকর। ডিম যদি তেলে বা মাখনে ভাজা হয়, তাহলে এর ক্ষতিকর দিক আরও বাড়ে। বেশি প্রোটিন খাওয়ায় কিডনির ওপরও বাড়তি চাপ পড়ে। কেউ কেউ অতিরিক্ত ডিম খেলে পেটফাঁপা বা হজমের সমস্যা অনুভব করতে পারেন বলেও জানান কাদম।

অতিরিক্ত ডিম না খেয়ে খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন প্রোটিন উৎস যেমন মাছ, মুরগি, ডাল, বাদাম, সবজি ও ফল যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

একই সঙ্গে কার কতটা প্রোটিন প্রয়োজন, তা বুঝে খাদ্য পরিকল্পনা করতে পুষ্টিবিদের সঙ্গে পরামর্শ করাও জরুরি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ডিম অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাবার হলেও এর পরিমাণ ও প্রক্রিয়া নির্ভর করে তা শরীরের জন্য উপকারী না ক্ষতিকর হবে।

প্রতিদিন তিনটি ডিম খেলে শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হলেও একমাত্র ডিমের ওপর নির্ভর করলে অপুষ্টির আশঙ্কা থেকে যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত ডিম খেলে হৃদরোগ ও কিডনি সমস্যার ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

তাই ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে সঠিক খাদ্যতালিকা তৈরি করাই সবচেয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পন্থা।

সুস্থ-সবল থাকতে প্রত্যেকের ব্যবহার করা উচিত আয়ুর্বেদিক ভেষজ

আয়ুর্বেদ ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হাজার হাজার বছর ধরে শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য প্রাকৃতিক সমাধান দিয়ে আসছে। আধুনিক জীবনধারার চাপ, দূষণ এবং রোগ আয়ুর্বেদ ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হাজার হাজার বছর ধরে শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য প্রাকৃতিক সমাধান দিয়ে আসছে। আধুনিক জীবনধারার চাপ, দূষণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবের কারণে আয়ুর্বেদিক ভেষজের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। ২০২৫ সালে, স্বাস্থ্য সচেতনতার বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতীয়রা আয়ুর্বেদিক ভেষজের দিকে ঝুঁকছেন, যা শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধে নয়, সামগ্রিক সুস্থতায়ও সহায়ক। এই নিবন্ধে আমরা ১০টি আয়ুর্বেদিক ভেষজের কথা আলোচনা করব, যা প্রত্যেক ভারতীয়ের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা উচিত। এই ভেষজগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে কার্যকর।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

১. তুলসী

তুলসী আয়ুর্বেদে 'ভেষজের রানী' নামে পরিচিত। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সর্দি-কাশি, জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় উপকারী। তুলসীর পাতা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। তুলসী চা বা কাঁচা পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়। এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করে। ২. অশ্বগন্ধা

অশ্বগন্ধা একটি অ্যাডাপ্টোজেনিক ভেষজ, যা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের শক্তি বাড়ায়, ঘুমের গুণমান উন্নত করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। অশ্বগন্ধার শিকড় পাউডার বা ক্যাপসুল আকারে গ্রহণ করা যায়। এটি বিশেষ করে থাইরয়েড সমস্যা এবং পুরুষদের উর্বরতা বাড়াতে কার্যকর।

৩.আমলকী

আমলকী ভিটামিন সি-এর একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং হজমশক্তি উন্নত করে। আমলকী পাউডার, জুস বা কাঁচা ফল হিসেবে খাওয়া যায়। ত্রিফলা চূর্ণের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে এটি ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে।

৪. হলুদ

হলুদ ভারতীয় রান্নায় একটি অপরিহার্য উপাদান এবং আয়ুর্বেদে এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণের জন্য বিখ্যাত। হলুদের কার্কুমিন যৌগ জয়েন্টের ব্যথা, হজম সমস্যা এবং ত্বকের সমস্যায় উপকারী। দুধের সাথে হলুদ মিশিয়ে পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন ৫. নিম

নিম তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং রক্ত পরিশোধক গুণের জন্য পরিচিত। এটি ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ, একজিমা এবং সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। নিমের পাতা চিবিয়ে খাওয়া বা নিমের তেল ব্যবহার করা যায়। এটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্যকারী। ৬. পুদিনা

পুদিনা হজমশক্তি বাড়াতে এবং পেটের সমস্যা যেমন ফোলাভাব বা অম্বল কমাতে কার্যকর। এটি মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায়ও উপকারী। পুদিনার পাতা চা, সালাদ বা চাটনিতে ব্যবহার করা যায়। এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং গ্রীষ্মে বিশেষভাবে উপকারী।

৭. শতাবরী

শতাবরী মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ। এটি হরমোনের ভারসাম্য রক্ষা করে, মাসিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে এবং উর্বরতা বাড়ায়। পুরুষদের জন্যও এটি শক্তি বাড়াতে কার্যকর। শতাবরী পাউডার দুধ বা জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায়।

৮. মেথি

মেথি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হজমশক্তি বাড়াতে এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এর বীজ এবং পাতা উভয়ই আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়। মেথি বীজ ভিজিয়ে খাওয়া বা পাতা সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। এটি চুলের বৃদ্ধিতেও উপকারী।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

৯. লেমনগ্রাস লেমনগ্রাস একটি সুগন্ধী ভেষজ, যা হজমশক্তি বাড়ায়, জ্বর কমায় এবং শরীরের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে। এটি চা হিসেবে পান করা যায় বা রান্নায় ব্যবহার করা যায়। লেমনগ্রাসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণ ত্বক ও শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

১০. ব্রাহ্মী ব্রাহ্মী মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে এবং মানসিক চাপ কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার সমস্যায় সাহায্য করে। ব্রাহ্মী পাউডার বা তেল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি চুলের বৃদ্ধি এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

কীভাবে ব্যবহার করবেন?

এই ভেষজগুলো বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়, যেমন: চা বা ক্বাথ: তুলসী, পুদিনা, বা লেমনগ্রাস দিয়ে চা তৈরি করে পান করুন।

পাউডার: অশ্বগন্ধা, আমলকী, বা শতাবরী পাউডার দুধ বা জলের সাথে মিশিয়ে খান।

তেল বা পেস্ট: নিম বা ব্রাহ্মী তেল ত্বক ও চুলে ব্যবহার করুন।

রান্নায়: হলুদ, মেথি, বা পুদিনা রান্নায় যোগ করে স্বাদ ও স্বাস্থ্য উন্নত করুন। কাঁচা খাওয়া: তুলসী বা নিমের পাতা চিবিয়ে খাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদের গুরুত্ব আয়ুর্বেদিক ভেষজ শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না, বরং শরীরের তিনটি দোষ (বাত, পিত্ত, কফ) ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ভেষজগুলো প্রাকৃতিক এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত, যা আধুনিক ওষুধের তুলনায় নিরাপদ। তবে, এই ভেষজ ব্যবহারের আগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি আপনি কোনো ওষুধ সেবন করেন। ২০২৫ সালে কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২০২৫ সালে, কোভিড-পরবর্তী সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। দূষণ, জীবনযাত্রার চাপ, এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের কারণে আয়ুর্বেদিক ভেষজের চাহিদা বাড়ছে। এই ভেষজগুলো সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী, যা এগুলোকে প্রত্যেক ভারতীয়ের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তুলেছে। ২০২৫ সালে তুলসী, অশ্বগন্ধা, আমলকী, হলুদ, নিম, পুদিনা, শতাবরী, মেথি, লেমনগ্রাস এবং ব্রাহ্মী-এর মতো আয়ুর্বেদিক ভেষজ প্রত্যেক ভারতীয়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এই ভেষজগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনে যুক্ত করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। আয়ুর্বেদের প্রাচীন জ্ঞানের সাথে আধুনিক জীবনধারার মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমরা স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন গড়ে তুলতে পারি। তাই, আজই এই ভেষজগুলো আপনার জীবনে যুক্ত করুন এবং সুস্থ থাকুন। বার্ধক্যকে বিদায় বলবে হাইড্রোজেন ওয়াটার, নতুন আশার আলো সাম্প্রতিক সময়ে, হাইড্রোজেন ওয়াটার বা হাইড্রোজেন-সমৃদ্ধ জল স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জগতে একটি জনপ্রিয় অভ্যেস হয়ে উঠছে। এই পানীয়টি, সাধারণ জলে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন গ্যাস (H) যোগ করে তৈরি করা হয়। এই পানীয় দাবি করে যে এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শরীরের জন্য অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে। এটি প্রদাহ কমায়, শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়ায়, এবং এমনকি বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ধীর করে বলে দাবি করা হয়। তবে, এই হাইড্রোজেন ওয়াটার কি সত্যিই একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন, নাকি এটি কেবলমাত্র আরেকটি স্বাস্থ্য ফ্যাশন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

হাইড্রোজেন ওয়াটার

হাইড্রোজেন ওয়াটার হল সাধারণ জল (HO), যাতে উচ্চ চাপের মাধ্যমে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করা হয়। এটি ইলেক্ট্রোলাইসিস, হাইড্রোজেন ট্যাবলেট, বা বিশেষ ডিভাইসের মাধ্যমে তৈরি করা যায়। এই জলের প্রধান আকর্ষণ হল এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য, যা ফ্রি র‍্যা ডিক্যাল নামক ক্ষতিকর অণুগুলিকে বিনষ্ট করতে সাহায্য করে। ফ্রি র‍্যা ডিক্যালগুলি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সৃষ্টি করে, যা হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং বার্ধক্যের মতো সমস্যার জন্য দায়ী।

গবেষণায় কী বলা হচ্ছে? বিভিন্ন গবেষণায় হাইড্রোজেন ওয়াটারের সম্ভাব্য স্বাস্থ্য উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২০২০ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১.৫ লিটার হাইড্রোজেন ওয়াটার দৈনিক পান করলে ৩০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রদাহ কমে। আরেকটি গবেষণায়, লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে রেডিয়েশন থেরাপির সময় ছয় সপ্তাহ ধরে হাইড্রোজেন ওয়াটার পান করলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

এছাড়া, কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি অ্যাথলিটদের শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে এবং ব্যায়ামের পর পেশির ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, এই গবেষণাগুলির বেশিরভাগই ছোট আকারের এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নয়।

কিছু গবেষণায় হাইড্রোজেন ওয়াটারের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পাওয়া যায়নি, যেমন প্যানিক ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে। এছাড়া, কিছু গবেষণায় বাণিজ্যিক পক্ষপাতের সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ হাইড্রোজেন ওয়াটার পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি এই গবেষণাগুলির অর্থায়ন করেছে। সম্ভাব্য উপকারিতা হাইড্রোজেন ওয়াটারের সমর্থকরা দাবি করেন যে এটি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, নিউরোডিজেনারেটিভ রোগ এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রদাহ কমাতে পারে এবং অ্যান্টি-অ্যাপোপটোটিক প্রভাবের মাধ্যমে কোষের ক্ষতি রোধ করতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া, এটি ত্বকের বার্ধক্য কমাতে এবং হাইড্রেশন উন্নত করতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে দাবি করা হয়।

বর্ষায় আগাছার বাড়বাড়ন্তে ক্ষতি হতে পারে বাগানের

বর্ষার জল পেলেই হু-হু করে বেড়ে উঠতে থাকে আগাছা। বাগানে চলাফেরার অসুবিধার জন্য শুধু নয়, গাছের জন্যও ক্ষতিকর অবাঞ্ছিত গাছপালা। আগাছা, সযত্নে বড় করা গাছের জায়গা ও পুষ্টিতে ভাগ বসায়। ফলে শখের গাছের বাড়বৃদ্ধিতে অসুবিধা হয়। কোনও কোনও আগাছা আবার মানুষের জন্যও ক্ষতিকরও। তাই, কোন কোন গাছ দেখলেই উপড়ে ফেলা দরকার?

পার্থেনিয়াম- সামান্য জল, মাটি পেলেই বেড়ে ওঠে পার্থেনিয়াম। সাদা ফুল হয় গাছটিতে। রেললাইনের ধারে, রাস্তার পাশে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছটি শুধু সাজানো বাগানের জন্য ক্ষতিকর নয়, মানুষের জন্যও ক্ষতিকর। এই গাছ ও ফুল থেকে হাঁপানি সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাজমা প্ল্যান্ট- খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে বাগান ভরিয়ে ফেলে অ্যাজমা প্ল্যান্ট। এই গাছ থেকে হাঁপানির ওষুধও তৈরি হয়। তবে বাগানে এক বার এই গাছ হলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অন্য গাছের পুষ্টিতে, আলো, হাওয়ায় ভাগ বসায়। ফলে এই গাছটি দেখা গেলেও দ্রুত কেটে ফেলা প্রয়োজন। শিয়ালকাঁটা- কাঁটাসহ গাছটিতে সুন্দর ফুল হয়। তবে বাগানের এক কোণে এক বার জন্মালে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগাছা হিসাবে পরিচিত শিয়ালকাঁটা। শোনা যায় সুদূর মেক্সিকোতে এর জন্ম। ক্ষেত, বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড়ে বেড়ে ওঠে আগাছা। কী ভাবে আগাছা নির্মূল করবেন? উপড়ে ফেললে বা কেটে দিলেও ফের আগাছা জন্ম নেয়। আগাছা সরাতে কেটে ফেলার পর জায়গাটি খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন। মাটিতে রোদ না পড়লে চট করে গাছ গজাবে না।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় মস্যৎমন্ত্রী শুধাংশু দাসের নেতৃত্বে চিন্তন বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

দুরান্ড কাপ ফিরছে ইম্ফলে, পুনর্নির্মিত খুমান লাম্পাক স্টেডিয়াম উচ্চ স্টেকের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত

ইম্ফল, ২৪ জুলাই : ভারতের পুরনো ফুটবল টুর্নামেন্ট দুরান্ড কাপ এবার ইম্ফলে ফিরছে, যা ভারতের ফুটবলে একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। ১৩৪ তম এই সংস্করণটি ৩০ জুলাই থেকে খুমান লাম্পাক মেইন স্টেডিয়ামে শুরু হতে যাচ্ছে। গত বছরের ভয়াবহ বন্যার পর স্টেডিয়ামটি পূর্ণভাবে পুনর্নির্মিত হয়েছে যুব বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে, যা অঞ্চলের জন্য দৃঢ়তা এবং পুনর্জন্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট, যা ভারতীয় সেনাবাহিনী সরকারের সহযোগিতায় আয়োজন করে, এবার চারটি দল নিয়ে আসছে উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল: ট্রাউ এফসি, নেরোকা এফসি, ভারতীয় নৌবাহিনী ফুটবল দল এবং রিয়েল কাশ্মীর এফসি। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচটি হবে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাউ এফসি এবং নেরোকা এফসির মধ্যে।

এ বছরের দুরান্ড কাপের ম্যাচ সূচি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ এবং প্রতিটি ম্যাচেই রয়েছে দর্শকদের জন্য ভরপুর আকর্ষণ। ৩০ জুলাই টুর্নামেন্টের সূচনা হবে এক হাই-ভোল্টেজ স্থানীয় ডার্বি দিয়ে, যেখানে মুখোমুখি হবে ট্রাউ এফসি এবং নেরোকা এফসি। এর পর ১ আগস্ট ভারতীয় নৌবাহিনী এফসি মাঠে নামবে রিয়েল কাশ্মীর এফসির বিপক্ষে। ৪ আগস্ট ট্রাউ এফসি মোকাবিলা করবে রিয়েল কাশ্মীর এফসিকে। ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে নেরোকা এফসি বনাম ভারতীয় নৌবাহিনী এফসির ম্যাচ, যা উভয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে গ্রুপ পর্বে টিকে থাকার দিক থেকে। এরপর ১০ আগস্ট নেরোকা এফসি খেলবে রিয়েল কাশ্মীর এফসির বিরুদ্ধে, এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে ট্রাউ এফসি ও ভারতীয় নৌবাহিনী এফসির মধ্যে। প্রতিটি ম্যাচেই রয়েছে চমকপ্রদ সম্ভাবনা ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা ফুটবলপ্রেমীদের জন্য মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।

এই বছরের দুরান্ড কাপ একটি নতুন পুরস্কারের কাঠামো নিয়ে আসছে। ব্যক্তিগত প্রতিভা পুরস্কৃত হবে তিনটি নতুন এসইউভি গাড়ি দিয়ে, যা দেওয়া হবে গোল্ডেন বুট (শীর্ষ গোলস্কোরার), গোল্ডেন গ্লাভ (সেরা গোলকিপার), এবং গোল্ডেন বাল (সেরা খেলোয়াড়) পুরস্কারের জন্য। মণিপুরের ফুটবলপ্রেমী দর্শকরা ইতোমধ্যেই ট্রফি শোকেস অনুষ্ঠানে শক্তিশালী সমর্থন প্রদর্শন করেছে, এবং টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার সাথে সাথে বড় সংখ্যায় দর্শক আসার আশা করা হচ্ছে। খুমান লাম্পাক মেইন স্টেডিয়াম, যা ২০২২ সংস্করণে এক বিদ্যুতায়ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আবারও উন্মুক্ত হবে ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের জন্য এবং মণিপুরের ফুটবল সংস্কৃতির সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ককে প্রদর্শন করবে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
Electrical Division,
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation : Tripura on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites **Online Percentage Rate e-Tender in Two bid System** from the Eligible Central & State Public Sector Undertaking/ Enterprise and Eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of **Appropriate Class of Internal Electrification Works** Registered with TSECI/PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railways/Gov't Organization of other State & Central **having valid Electrical Contractor licesse Issued by the Government of Tripura** for the following work:

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLE-TION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT-EE(Elect)/AMC/21/ 2025-26	Rs. 10,38,590.00	Rs. 20,772.00	15(Fifteen) days	Date : 29-07-2025 Time : 15:00 Hrs

For More Details Kindly Visit : https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Muncipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Dated: 17-07-2025
No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/3308-3376 Dated: 17-07-2025
Cost of Tender form: Rs.10,000.00/- (Ten thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 20-08-2025 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 20-08-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT-CE(Buildings)/PWD/ACE/Project Unit/DNIT/30/2025-26	Rs.7,72,79,479.00	Rs.15,45,590.00	450 Days	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
ICA/C/1589/25

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

PNIe-T-12/EE/RD/BSGD/ SPJ/2025-26/ dt. 23/07/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites Auction through e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 30/07/2025 for Auction for Demolition of old building (3 units) for Construction of Indoor Sports Complex at Bishalgarh. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-8974406541. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 1585/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

MEMORANDUM

Due to unavoidable circumstances the EXPRESSION OF INTEREST (by circulation) for Hiring of 01 (One) No. Maruti Suzuki Ertiga along with driver for official use by the General Manager (TAPMB), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (One) year which was circulated vide No.F.6 (55)-AGRI/(DAM)/2024- 25/117-28, dated 08/07/2025 is hereby cancelled.
ICA/C/1591/25

(MANIKLAL DEBBARMA) General Manager (TAPMB)
Office Lane, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-Auction NO: 26,27 & 28 /EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 18/07/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' sealed percentage rate e- auction/tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 06/08/2025 at 3.00 P.M.

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Dismantling and removal of Abandoned building of [illegible] High School, Agartala, West Tripura during the year 2025-26 .DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:19/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 06/08/2025	07/08/2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Dismantling and removal of Abandoned building of [illegible] HS School, Tulashikhar Block, Khowai District, Tripura for the year 2025-26 .DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:20/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 06/08/2025	07/08/2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Dismantling and removal of Abandoned building of [illegible] HS School, Tulashikhar Block, Khowai District, Tripura for the year 2025-26 .DRAFT Notice Inviting e-Auction NO:21/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26	[illegible]	[illegible]	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 06/08/2025	07/08/2025 on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13 –Khowai --West/SE/ENGG/2025-26/2253-56
ICA/C/1580/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell, DSE,
Old Shishu Bihar Comp, Agartala.

প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সিঞ্চাই যোজনার লক্ষ্য : কৃষিতে সেচের পরিধি বৃদ্ধি এবং জল ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা চালু হয়েছিল। যোজনাটির লক্ষ্য ছিল ফসলের মাঠে জল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সেচের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, কৃষিতে জল ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জল সঞ্চয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

পিএমকেএসওয়াই একটি বৃহত্তর স্কিম যা দুটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত: অ্যাক্সেলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিটস প্রোগ্রাম এবং হার খেত কো জল। এইচকেকেপি -র মধ্যে চারটি উপ-উপাদান রয়েছে: কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট এবং জল ব্যবস্থাপনা, সারফেস মাইনর ইরিগেশন , জল সংরক্ষণে পুনঃ সংস্কার এবং গ্রাউন্ডওয়াটার উন্নয়ন। সিএডি ও ডব্লিউএম উপ-উপাদানটি এআইবিপি -এর সঙ্গে সমান্তরালে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে পিএমকেএসওয়াই বাস্তবায়ন করার জন্য ভারতের সরকার গত ডিসেম্বরে অনুমোদন প্রদান করেছে। তবে, পিএমকেএসওয়াই - এইচকেকেপি -এর অধীনে গ্রাউন্ডওয়াটার উপাদানটি শুধুমাত্র ২০২১-২২ সালের মধ্যে প্রতিশ্রুতিপত্র পূরণের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল এবং এর পরবর্তী কাজের জন্য সম্প্রসারিত হয়েছে।

এছাড়া, পিএমকেএসওয়াই -র দুটি উপাদান অন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে ভূমি সম্পদ বিভাগ, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় দ্বারা। পের ড্রপ মোর ক্রপ কম্পোনেন্টটি ২০১৫ সালে পিএমকেএসওয়াই -র অংশ হিসেবে চালু হয়েছিল, তবে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে এটি রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন যোজনার আওতাধীন হয়ে গেছে।

ইরিগেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ অন্যতম প্রধান বাধা। তবে, প্রায় ৫৫,২৯০ কিলোমিটার বন্টন নেটওয়ার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ৭৬,৫৯৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্কাডা ভিত্তিক জল বণ্টন এবং কিছু পিএমকেএসওয়াই প্রকল্পে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জল ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের শারীরিক এবং আর্থিক অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য একটি ডেডিকেটেড ড্যাশবোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রকল্পের অগ্রগতি এবং জটিলতা নজরদারি করতে সহায়ক।

প্রকল্পের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো যেমন জমি অধিগ্রহণ, আইনগত অনুমোদন প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রকল্প মনিটরিং গ্রুপ পোর্টালের মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয় এবং প্রকল্প দ্রুততার সাথে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

এই তথ্য ভি. সোমান্না, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রীপদে থাকাকালীন লকসভায় এক লিখিত উত্তরে প্রদান করেছেন।

মুসলিম বিদ্বেষী

● প্রথম পাতার পর

ছিল না। উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের জীবনকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য যদি সরকার থাকে তাহলে ভালো কথা ছিল। কিন্তু তার আগে সরকারের জনগণকে স্মার্ট মিটার নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার দরকার ছিল। এভাবে জবরদস্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে জনগণের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। মানুষকে জোর করে স্মার্ট মিটার লাগাতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়, বলে দাবি করেন তিনি।

যান দূর্ঘটনায় আহত স্কুল পড়ুয়া

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রঘুনাথপুর রাম ঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী অটো উল্টে যায়। ওই ঘটনায় আহত হয়েছে চারজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রী এবং গাড়ির চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব।

তিনি চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন।

দিল্লিতে নাড্ডা ও

● প্রথম পাতার পর

আলোচনা হয়েছে তিপ্রাসা চুক্তি নিয়ে। ত্রিপুরার জনজাতি অংশের জনগণের উন্নয়নে তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নের ওপরেও বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিহারে ভোটার

● প্রথম পাতার পর

অনুমতি দিয়েছে, তবুও আদালত নির্বাচন কমিশনকে আধার, ভোটার আইডি এবং রেশন কার্ডের মতো অন্যান্য পরিচয় পত্র গ্রহণ করতে বলেছে। এই বিতর্কের ফলে পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলো বার বার অধিবেশন স্থগিত করার জন্য আবেদন করেছে এবং বিরোধী সদস্যরা অধিবেশন থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে এই বিষয়টি একটি প্রধান রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বিরোধী দলের অভিযোগ, নির্বাচনী কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করছে না এবং তাদের কর্মক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এদিকে, ভারতীয় জাতীয় উন্নয়ন অ্যালায়েন্স ব্লক দলগুলোর সংসদ সদস্যরা বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই, নির্বাচন কমিশনের বিহারে ভোটার তালিকা পুনঃমূল্যায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পার্লামেন্ট হাউস কমপ্লেক্সে সমবেত হন। ভারতের শীর্ষ বিরোধী দলের নেতা, সদস্যরা এবং কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা এই প্রতিবাদে অংশ নেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলন ছিল নির্বাচন কমিশনের "বিশেষ ইনটেনসিভ রিভিশন" প্রক্রিয়া বাতিল করার দাবিতে। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে যে, এই পদক্ষেপটি বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভোটারদের অসুস্থ করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার খর্ব হতে পারে। বিরোধী দলগুলি আরো দাবি করেছে যে, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে, যাতে কিছু নির্দিষ্ট ভোটার গ্রুপের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়।

প্রতিবাদে কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, জেএমএম, আরজেডি এবং বামপন্থী দলগুলির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদরা, কংগ্রেসের সাংসদ কেসি বেনুগোপাল, সমাজবাদী পার্টির জিয়াউর রহমান বারক, তৃণমূল কংগ্রেসের কিরটি আজাদ, ডিএমকে-র এ রাজা, সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতারা প্রতিবাদে অংশ নেন এবং "গণতন্ত্র বাঁচাও" এবং "ভোট বান্ডি বন্ধ করো" স্লোগান দেন।

এদিন প্রতিবাদকারীরা মাকার দয়ারের সিঁড়ির উপরে একটি বিশাল ব্যানার ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার উপরে লেখা ছিল "এসআইআর - লোকতন্ত্রে আঘাত"। তাঁরা দাবী জানিয়েছেন, সারা দেশের ভোটারদের অধিকারের ওপর এই পদক্ষেপের প্রভাব পড়বে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জজ্ঞ্ঙ্গজ্জঙ ব্লকের এমপিরা শুধু বাহ্যিক প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং সংসদের ভিতরে, উভয় কক্ষে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন আবেদনও করেছেন। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। বৃহস্পতিবার, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে প্রায় ৩০টি আর্জি নাকচ করে দেন। এসব আর্জি ছিল বিশেষত রাজ্যসভার চেয়ারম্যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরের অপ্রত্যাশিত পদত্যাগ সংক্রান্ত আলোচনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনার জন্য। ২১ জুলাই, ধনখর তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করেন, তবে বিরোধী দলগুলির দাবি, তাঁর পদত্যাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে এবং এটি সরকারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার ফল। কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খরগে বলেন, 'সরকারকে এটা জানাতে হবে কেন তিনি পদত্যাগ করলেন। কিছু তো অসাধারণ ব্যাপার আছে... তাঁর স্বাস্থ্য ভালো, কিন্তু কেন এবং কী কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন, সেটা দেশের জনগণের জানানো উচিত।'

কংগ্রেসের এমপি গৌরব গগৈ প্রধানমন্ত্রী মোদির টুইটের সমালোচনা করেন, যা তাঁর মতে, এই পদত্যাগের রাজনৈতিক প্রকৃতির প্রতিফলন। তিনি বলেন, "এটি স্পষ্ট যে, প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাইছেন।" তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি ক্যালান ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন যে, ধনখরকে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও অন্য সিনিয়র মন্ত্রীদের চাপের কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাকে ইমপিচমেন্টের হুমকি দেয়া হয়েছিল। এদিকে, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা গঠিত নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন বিরোধী দলের সদস্যরা দাবি করেছেন যে, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করা উচিত, যাতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এছাড়াও, নির্বাচন কমিশনের সুত্রে জানা গেছে যে, নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং নতুন একাধিক ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজ চলছে, যার মধ্যে বিহারের ভুয়া ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টি সবচেয়ে আলোচিত। এদিনের প্রতিবাদ এবং উত্থাপিত বিষয়গুলি আসন্ন সংসদীয় অধিবেশন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। বিরোধী দলগুলির সমালোচনা এবং সরকারের পক্ষ থেকে জবাবদিহির দাবি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তবে, এই বিতর্কের মধ্যেই গণতন্ত্রের সুস্থতা এবং সঠিক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রশ্ন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা।

অন্যদিকে এই যুবকের মৃত্যুটি রহস্যজনক হওয়া সত্ত্বেও শেষ সংবাদ লেখা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে পরিবারের লোকজনরা। এই যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার।

তবে এলাকা সূত্রে, গুঞ্জন শোনা গিয়েছে যে, মৃত ওই যুবক ড্রাগসের নেশার সঙ্গে জড়িত ছিল। এবং সেই নেশার কারণেই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, মৃত্যুটি রহস্যজনক হওয়া সত্ত্বেও কেন পরিবারের লোকজনরা ময়নাতদন্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তা নিয়ে বিভিন্ন অংশে আলোচনা করা হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের জীবিকায় কুঠারাঘাত

● প্রথম পাতার পর

পর মৎস্য চাষকে বেসরকারি যাতে তুলে দিয়েছে। যার ফলে মৎস্য চাষিরা ফের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এদিন বর্তমান সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সরকারি জলাশয়গুলোকে মৎস্যজীবিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বাম সরকার। ডম্বুর জলাশয় কেও সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এই সরকার। নেই মৎস্য জীবি দের সমবায়ের হাতে কোনো ক্ষমতা।

বাম আমলে যেসকল প্রকল্পগুলি তার সবটাই বন্ধ করে দিয়ে বেসরকারিভাবে উগোটা পরিষেবা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তার ফলে মৎস্য চাষিরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

এদিন তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস বলেন, রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছে তার সুবিধা পাচ্ছেন না মৎস্যজীবিরা। উল্টে মৎস্যজীবীদের জীবিকায় কুঠারাঘাত বসাচ্ছে রাজ্যের বর্তমান জনবিরোধী সরকার।

তিনি অভিযোগ করেন, মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমকে বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার। দেশে ২ কোটির ও বেশি মৎস্যজীবী রয়েছেন। কেন্দ্র সরকারের দৌলতে তারা আজ সঙ্কটাপন্ন। দেশীয় মৎস্যজীবীদের পেটে লাথি মেরেছে বিদেশী মৎস্য রপ্তানি কারীরা। আর তাতে সর্বতোভাবে মদত দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার।

তিনি আরো বলেন, সরকারি জলাশয়গুলোকে মৎস্যজীবিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বাম সরকার। ডম্বুর জলাশয় কেও সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এই সরকার। নেই মৎস্য জীবি দের সমবায়ের হাতে কোনো ক্ষমতা। বিজেপি সরকারের আমলে তাদের পেশীর শক্তি বেশি সব তাদের দখলে যাচ্ছে। ডম্বুর জলাশয়, রাজ্যের সব চাইতে বড় জলাশয় যা মৎস্যজীবী দের জীবিকায় একটা অনন্য ভূমিকা পালন করতো। তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। গোটা দেশ যেভাবে বেসরকারি করণের দিকে হাটছে তার প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট ছোট জলাশয় গুলিতেও। ডম্বুর এর পর রুদ্রসাগর কে বেসরকারি করণ করতেও পরিকল্পনা নিচ্ছে এই সরকার। যা সম্পূর্ণ ভাবে মৎসজীবী দের স্বার্থ বিরোধী।

এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এদিন মিছিল থেকে এক রাশ ক্ষোভ উজার করে দিলেন বাম নেতৃত্বরা।

এছাড়াও জনসাধারণের নিত্যদিন নানা সমস্যা নিয়েও এদিন সরব হতে দেখা যায় বাম নেতৃত্বদের। বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ১০৩২৩ এর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া সবকটি দাবি উঠে আসে এই ১৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকে। এদিন সার্কিট হাউসের সামনে সভার মাধ্যমেই রাজভবন অভিযান কর্মসুচি সম্পন্ন হয়েছে। এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্মারক লিপি প্রদান করেছেন।

যাত্রীবাস থেকে আটক

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে। পরে বিনয় সূত্রধর এই ঘটনায় আমতলী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। আমতলী থানার পুলিশ কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর সেন সহ তার সহযোগিতার বিরুদ্ধে আইপিসি ৪৫২,৩২৩,৩০৭,৩৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে, যার নম্বর ৯৩।

ঘটনার পর থেকেই দীপঙ্কর সেন পলাতক ছিল, সাহেব পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। গত দুদিন আগে সে বাড়িতে আসে এবং উদয়পুর তার বোনের বাড়িতে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ তাকে আটক করেছিল। কিন্তু তার সাথে কিছু না পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা নথিভুক্ত থাকায় কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর সেনকে আমতলী থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত দীপঙ্কর সেনকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করে আমতলী থানার পুলিশ। এই বিষয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানা, অমরপুর থানা, সাব্রুম থানা সহ আরো বেশ কয়েকটি থানায় বিভিন্ন মামলা রয়েছে এবং সবগুলি মামলায় তার বিরুদ্ধে আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা ছিল। সেদিন আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন কুখ্যাত ডাকাত দীপঙ্কর সেনের বিরুদ্ধে আমতলী থানা ছাড়াও আরো বিভিন্ন থানায় যেসব মামলা রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ মামলা ছিল জামিন অযোগ্য ধারায়। এদিন ওসি পরিতোষ দাস আরো জানিয়েছেন অভিযুক্ত দীপঙ্কর সেনকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরো অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে।

বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলের সিলিং ভাঙ্গার ঘটনায় বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন মানব অধিকার কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৪ জুলাই: বৃহস্পতিবার ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলের সিলিং ভাঙ্গার ঘটনায় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন মানব অধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সহ এক প্রতিনিধি দল। উল্লেখ্য, গত সোমবার রাতের কোন এক সময়ে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ি চড়িলাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলের সিলিং ভেঙে পড়ে। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের নজরে আসে, বিদ্যালয়টির একটি অংশে বিশাল ফাটল ধরেছে। বিদ্যালয়ের ফাটল এবং সিলিং ভেঙ্গে পড়া সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপরেই টনক নড়ে প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, সিপাহীজলা জেলার এডিএম, জেলা শিক্ষা আধিকারিক ও পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত একটি টিম ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী চড়িলাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যায়। দলের সদস্যরা বিদ্যালয়ের সিলিং ভেঙে পড়া সাংস্কৃতিক ভবনটি পরিদর্শন করেন। পরে বিদ্যালয়ের ফাটল অংশটিও পরিদর্শন করে পরিদর্শনকারী দলটি। বিদ্যালয়ের ভবনের বিশাল ফাটল দেখে দলের সদস্যরা চমকে ওঠেন। এদিন এই প্রসঙ্গে সিপাহীজলা জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক কনিকা দেববর্মা জানান, ভাগ্য ভালো, বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনের সিলিং রাতের আঁধারে ভেঙ্গে পড়েছে। দিনের বেলায় কোন কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে এই ঘটনা ঘটলে আরো বড় ধরনের বিপত্তি হতে পারতো। বিদ্যালয়ের ফাটল ভবনের অংশটি দেখে রীতিমত চমকে ওঠেন তিনি। তিনি জানান, এই ফাটল অংশে অবস্থিত ক্লাসরুম গুলিতে ক্লাস না করানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফাটল সংক্রান্ত বিষয়টি প্রতিনিধি দলের টেকনিকেল কমিটির সদস্যরা খতিয়ে দেখছেন বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছর আগে ১৯৪৬ সালে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে এই বিদ্যালয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ২০১৮ সালের নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যালয়ের নামের সাথে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ির নাম যুক্ত করে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। কিন্তু উদ্বোধনের তিন বছরের মধ্যেই নবনির্মিত ভবনের সাংস্কৃতিক ভবনের সিলিং ভেঙে পড়া এবং নবনির্মিত ভবনের বিশাল অংশ জুড়ে ফাটল দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ,শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক মহলে বিষয়টি নিয়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এন্টিবায়োটিক ঔষুধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে বিভিন্ন খুচরো ওষুধের দোকান পরিদর্শন

কৈলাসহর, ২৪ জুলাই: আজ কৈলাসহরে বিভিন্ন খুচরো ওষুধের দোকান পরিদর্শন করেন রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা। মূলত প্রেসক্রিপশন ছাড়া যেন এন্টিবায়োটিক ঔষধ বিক্রি না হয় এবং এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে যেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সম্পূর্ন কোর্স মানা হয় সেসব বিষয়ে তদারকি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে কৈলাসহর শহরের খুচরো ঔষধ বিক্রির দোকান গুলি পরিদর্শন করেন রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা। সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলার ড্রাগ ইন্সপেক্টর রবার্ট দেববর্মা, সুপ্রিয় দাস সহ অন্যান্যরা। এব্যাপারে ঔষধের দোকানে দোকানে সচেতনতামূলক পোষ্টারও লাগানো হয়। বর্তমানে অনেকেই সঠিক ধারনা বা গাফিলতির কারনে এন্টিবায়োটিক ঔষধের সম্পূর্ন কোর্স খান না বা চিকিৎসকের দেওয়া ডোজ গ্রহন করছে না, ফলে শরীরের রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো পেট খারাপ, কাশি, জ্বর ইত্যাদি উপসর্গে ফার্মেসি থেকে ২টা কিংবা ৪টা এন্টিবায়োটিক ঔষধ ক্রয় করে খেয়ে সাময়িক রোগ নিরাময় হলেও ভবিষ্যতে শরীরে রেজিস্টেন্স রয়ে যাচ্ছে। এরফলে ভবিষ্যতে এই ঔষধ আর শরীরে কাজ করবেনা এমনকি, তার কুফল ভোগ করতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকেও। ফার্মেসিগুলি যেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ঔষধ বিক্রি না করে এবং চিকিৎসকের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী যেন সকলে এন্টিবায়োটিক ঔষধ সেবন করে সে বিষয়ে এই পরিদর্শন বলে জানিয়েছেন রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াই জেলাভিত্তিক সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: খোয়াই জেলাভিত্তিক সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠে। বৃহস্পতিবার খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয়েছে সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন খোয়াই ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর কুমার দাস, জেলা পরিষদের সদস্য অনুকূল চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রঞ্জন দাস, অনিমেষ নাগ, ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক কমলেন্দু শীল সহ অন্যান্যরা।

অত্যাধুনিক মহিলা ব্যারাকের উদ্বোধন হল একিনপুর ৬৯ ব্যাটালিয়ানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি একিনপুর ৬৯ ব্যাটালিয়নে একটি অত্যাধুনিক মহিলা ব্যারাক উদ্বোধনের মাধ্যমে তার মহিলা কর্মীদের কল্যাণ এবং কর্মক্ষম দক্ষতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এর উদ্বোধন করেন অশ্বিনী কুমার শর্মা, আইজি এফটিআর সদর দপ্তর ত্রিপুরা।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সজ্জিত নতুন ব্যারাকটি মহিলা প্রহরীগণের জন্য একটি আরামদায়ক এবং সহায়ক জীবনযাপনের পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করবে, যা দেশের সীমান্ত রক্ষায় তাদের সক্ষমতা আরও জোরদার করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইজি বিএসএফ টিআরএ এফটিআর বলেন, 'বিএসএফ সর্বদা তার পদে নারীদের একীভূত এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।' বিএসএফ ক্রমশ যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করছে। আগামী দিনেও এই প্রয়াস জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এবিভিপি-র পথ অবরোধ, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি

ধর্মনগর, ২৪ জুলাই : ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে কিছুদিন আগের এক অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফের উত্তপ্ত হয়েছে ধর্মনগর শহর। বৃহস্পতিবার ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তরের সামনে ফের পথ অবরোধে বসে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) ছাত্রছাত্রীরা।

অভিযোগ, কিছুদিন আগে ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে বিজেপির ঘনিষ্ঠ তিন বহিরাগত দুষ্কৃতিকারী কলেজে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেয়। ঘটনার পর এবিভিপি-র পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ ও মামলা দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে এবিভিপির নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা ফের পথ অবরোধে বসে। ফলে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এবিভিপি-র দাবি, যতদিন না অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ততদিন তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

জম্পুইজলায় দু”দিনব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত বুখুরুই কমিউনিটি হলে আজ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক দু”দিনব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সীমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের ও.এস.ডি. এন্টনি দেববর্মা ও রাকেশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক তথা সুধন্বা দেববর্মা স্মৃতি দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ধর্মচরণ জমাতিয়া এবং সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং কারুশিল্প প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। আগামীকাল ক্যুইজ, নাটক, সমাজসেবা এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে মেলাঘর বাজার, একরাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন বিভিন্ন দোকান

মেলাঘর, ২৪ জুলাই: সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে মেলাঘর বাজার, একরাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়েছে বিভিন্ন দোকান। দোকানিদের অভিযোগ সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে গোটা বাজারটি।

উল্লেখ্য, গতকাল রাতে হঠাৎই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। রাতের বৃষ্টিতে মেলাঘর মধ্য বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে প্রবেশ করল জল। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, মেলাঘর পৌরসভার তরফ থেকে ড্রেনগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করার ফলে বিভিন্ন আবর্জনা আটকে, বৃষ্টির জল, নির্দিষ্টস্থানে পতিত হওয়ার না হওয়ার ফলে, জল জমে দোকানে প্রবেশ করছে।ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে দোকানদারের। দোকান ভর্তি মালামাল, অনেকের আবার দোকানে জল প্রবেশ করার ফলে প্রচুর মালামাল নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ।

বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই ড্রেনগুলি সংস্কার করা হচ্ছে না। যার ফলে আবর্জনা জমে ড্রেনগুলি বন্ধ হয়ে আছে। তাই বৃষ্টির জল জমে দোকান ঘরে প্রবেশ করেছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৌরসভার তরফ থেকে ড্রেন গুলি পরিষ্কার করা হলে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

কৃষকদের জীবন জীবিকার উন্নয়নে, বিশেষত জনজাতি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে: মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: উত্তর গোকুলনগরের এসসিও কমপ্লেক্স লিচু বাগানে অনুষ্ঠিত হলো মেগা অয়েল পাম প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম ২০২৫। এই কর্মসূচি জাতীয় ভোজ্য তেল মিশন অন অয়েল পাম প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি পরিচালিত হয় তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা দপ্তরের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তার সঙ্গে ছিলেন খোয়াই জেলার কৃষি আধিকারিক সাবেন্দ্র দেববর্মা, হর্টিকালচার ডিরেক্টর দীপক দাস, এবং অন্যান্য সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। প্রতীকীভাবে গাছের গোড়ায় জল ঢেলে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও অন্যান্য অতিথিরা পরিবেশ ও উন্নয়নের বার্তা দেন।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাঁর ভাষণে বলেন, 'ওয়েল পাম গাছের চাষ রাজ্যের কৃষকদের জীবন জীবিকার উন্নয়নে, বিশেষত জনজাতি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকার সুবিধাভোগী কৃষকদের চারার সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতাও প্রদান করবে, যাতে এই উদ্যোগ বাস্তবে সফল হয়।' এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিকল্প চাষের সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনই রাজ্যের ভোজ্য তেলের উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অল ইন্ডিয়া কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংঘের ৭ দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

গুজবে ভর নয়, গ্রাহকবান্ধব প্রযুক্তির সুযোগ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রাহকদেরকে স্মার্ট মিটার লাগানোর আবেদন জানালো নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরা সহ সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও আধুনিক ও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে সরকার ”আরডিএসএস” প্রকল্পের অধীনে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে। অথচ এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়নে এক বিশাল অগ্রগতির মাঝেও কিছু মানুষ বিভ্রান্তি এই শুভ উদ্যোগের পথে কাটা ছড়াচ্ছে। ফলস্বরূপ, বহু গ্রাহকের মনে প্রশ্ন ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের তরফে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে সব ধরনের গুজব ও ভুল ব্যাখ্যার অবসান ঘটাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে নিগম বলেছে, “স্মার্ট মিটার বেসরকারি সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে” এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন ও অসত্য। স্মার্ট মিটার বসানোর কাজটি কিছু বেসরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন করছে ঠিকই, তবে সেগুলি স্বচ্ছ সরকারি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ শুধু মিটার সরবরাহ, ইনস্টলেশন ও প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ পর্যন্ত। মিটার থেকে সংগৃহীত সব তথ্য সরাসরি ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশনের সার্ভারে স্থানান্তরিত হয় এবং ডিসকম-এর নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হয়। কোনো বেসরকারি সংস্থার হাতে গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিল বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ত, “গ্রাহকের টাকা বেসরকারি সংস্থার কাছে যাবে” এটি একেবারেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তি বলে দাবি নিগমের। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন ডিসকম -এর অনুমোদিত পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে হয়। গ্রাহকের বিলের এক টাকাও কোনো বেসরকারি সংস্থার হাতে যায় না। এখানে বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা কেবল প্রযুক্তিগত রাজস্ব আদায়ে তাদের কোনো ভূমিকাই নেই। তৃতীয়ত, “মিটার পরিবর্তনের জন্য গ্রাহকের সম্মতি প্রয়োজন” এটি আইনগতভাবে ভুল ব্যাখ্যা। বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী, প্রত্যেক বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যে তারা নির্ভরযোগ্য, আধুনিক ও ট্যাম্পার-প্রুফ মিটার বসাবে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছে, সব নতুন গ্রাহকের জন্য স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক, এবং পুরনো মিটার ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটারে রূপান্তরিত হবে। এই মিটারগুলো বসানো হচ্ছে গ্রাহকদের এক পয়সাও খরচ ছাড়াই, অর্থাৎ বিনামূল্যে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুমোদনে এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ফিডার স্মার্ট মিটার, ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার মিটার এবং কনজিউমার স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ পুরোদমে চলছে এবং সেগুলির গুণমান ও কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। এই উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনবে, বিল সংক্রান্ত জটিলতা কমাবে এবং গ্রাহককে নিজেদের ব্যবহারের সঠিক তথ্য হাতের মুঠোয় পেতে সাহায্য করবে। স্মার্ট মিটার মানেই আরও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং স্বয়ংক্রিয় বিলিংয়ের সুবিধা।

নিগমের তরফে সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বিভ্রান্তি নয়, সত্য তথ্যের উপর তারা যেন আস্থা রাখেন। যেকোনো সংশয় বা তথ্য জানার জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে যোগাযোগ বা নিগমের ওয়েবসাইটে ভিজিট করারও আবেদন জানানো হয়েছে। তাই নিগম আহবান জানিয়েছে, একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অংশ হতে সকল জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য। নিগমের আহবান 'স্মার্ট মিটার নিয়ে ভুল রটনা নয়, এগিয়ে আসুন নতুন ভারত নির্মাণে'।

১৩ দফা দাবিতে রাজভবন অভিযানের ডাক ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের

আগরতলা, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে আজ ১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে রাজভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। প্যারাডাইস চৌমুহনি থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে সার্কিট হাউস এলাকায় গিয়ে তাদের আটকে দেওয়া হয়। সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তাদের ১৩ দফা দাবি সনদ তুলে দিয়েছেন। এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা তথা পলিটব্যুরো সদস্য জীতেন্দ্র চৌধুরী, তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক বাম নেতা সুধন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক সহ অন্যান্য বামপন্থী কর্মী সমর্থকেরা।

এদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এই ১৩ দফা দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়োপযোগী জনগণের স্বার্থ সম্বলিত এই দাবিগুলি নিয়ে রাজ্যপাল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এই আশাতেই এদিন স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। বাম আমলে মৎস্য চাষের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাম আমলে মৎস্য চাষ এবং রাজ্যের মৎস্য চাষীদের সমৃদ্ধ করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বিগত সরকার উপলব্ধি করেছিল রাজ্যে মাছ, ডিম এবং মাংস যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উৎপন্ন হচ্ছে না। যার ফলে বহিরাজ্য থেকে এই সামগ্রীগুলি আমদানি করতে হচ্ছে। কিন্তু বাম সরকার উপলব্ধি করেছিল রাজ্যের চাহিদা রাজ্যেই মেটানো সম্ভব। যার ফলে রাজ্যের জলাশয় গুলিকে ব্যবহার করে মৎস্য চাষীদের সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে রাজ্যে মাছের চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর সুফলও পেয়েছিলেন মৎস্যচাষিরা।

কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মৎস্য চাষকে বেসরকারি যাতে তুলে দিয়েছে। যার ফলে মৎস্য চাষিরা ফের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এদিন বর্তমান সরকারের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি।

এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সরকারি জলাশয়গুলোকে মৎস্যজীবিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বাম সরকার। ডম্বুর জলাশয় কেও সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এই সরকার। নেই মৎস্য জীবি দের সমবায়ের হাতে কোনো ক্ষমতা। বাম আমলে যেসকল প্রকল্পগুলি তার সবটাই বন্ধ করে দিয়ে বেসরকারিভাবে উগোটা পরিষেবা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। তার ফলে মৎস্য চাষিরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

এদিন তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস বলেন, রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছে তার সুবিধা পাচ্ছেন না মৎস্যজীবিরা। উল্টে মৎস্যজীবীদের জীবিকায় কুঠারাঘাত বসাচ্ছে রাজ্যের বর্তমান জনবিরোধী সরকার।

তিনি অভিযোগ করেন, মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমকে বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার। দেশে ২ কোটির ও বেশি মৎস্যজীবী রয়েছেন।

কেন্দ্র সরকারের দৌলতে তারা আজ সঙ্কটাপন্ন। দেশীয় মৎস্যজীবীদের পেটে লাথি মেরেছে বিদেশী মৎস্য রপ্তানি কারীরা। আর তাতে সর্বতোভাবে মদত দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার।তিনি আরো বলেন, সরকারি জলাশয়গুলোকে মৎস্যজীবিদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল বাম সরকার। ডম্বুর জলাশয় কেও সেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে এই সরকার। নেই মৎস্য জীবি দের সমবায়ের হাতে কোনো ক্ষমতা। বিজেপি সরকারের আমলে তাদের পেশীর শক্তি বেশি সব তাদের দখলে যাচ্ছে। ডম্বুর জলাশয়, রাজ্যের সব চাইতে বড় জলাশয় যা মৎস্যজীবী দের জীবিকায় একটা অনন্য ভূমিকা পালন করতো। তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। গোটা দেশ যেভাবে বেসরকারি করণের দিকে হাটছে তার প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট ছোট জলাশয় গুলিতেও। ডম্বুর এর পর রুদ্রসাগর কে বেসরকারি করণ করতেও পরিকল্পনা নিচ্ছে এই সরকার। যা সম্পূর্ণ ভাবে মৎসজীবী দের স্বার্থ বিরোধী। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে এদিন মিছিল থেকে এক রাশ ক্ষোভ উজার করে দিলেন বাম নেতৃত্বরা।

এছাড়াও জনসাধারণের নিত্যদিন নানা সমস্যা নিয়েও এদিন সরব হতে দেখা যায় বাম নেতৃত্বদের। বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ১০৩২৩ এর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া সবকটি দাবি উঠে আসে এই ১৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকে। এদিন সার্কিট হাউসের সামনে সভার মাধ্যমেই রাজভবন অভিযান কর্মসুচি সম্পন্ন হয়েছে। এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে স্মারক লিপি প্রদান করেছেন।

স্মার্ট মিটার নিয়ে নাজেহাল পশ্চিম পিলাক এলাকায় অধিকাংশ লোকজন

আগরতলা, ২৪ জুলাই : রাজ্যে সর্বত্র স্মার্ট মিটার নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এদিকে,স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে পশ্চিম পিলাক এলাকার লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, স্মার্ট মিটারে স্থায়ী চার্জ, বিভিন্ন, ফুয়েল চার্জ সহ আরো অন্যান্য চার্জ দিতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গ্রাহকরা যে পরিমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে তার থেকে বেশি পরিমানে চার্জ দিতে হচ্ছে। বিগত দিনে এমন দেখা যেত না। তাই স্মার্ট মিটার বসানোর পর থেকে লোকজনদের যে পরিমানে বিল আসছে তা সকলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম পিলাক এলাকায় অধিকাংশ লোকজন দৈনিক কাজ করে নিজেদের পরিবার পরিচালনা করেন। এরই মধ্যে দেখা যায় এই এলাকায় স্মার্ট মিটার বসানোর পর এলাকার লোকজনদের যে পরিমানে বিল আসছে এতে করে সকলকে বিল পরিশোধ করে পরিবার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকার এক ব্যক্তির এক লক্ষ টাকার অধিক বিদ্যুতের বিল এসেছে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্মার্ট মিটারের বিরোধীতা করেন এবং এই বিল যন্ত্রনা থেকে পরিত্রানের জন্য স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নিকট আবেদন জানান। এখন দেখার বিষয় পশ্চিম পিলাক এলাকার লোকজনের সার্বিক সহযোগীতায় বিদ্যুৎ দপ্তর কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

খেলাধুলা

ক্লাব লীগ অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জেসিসিকে হারিয়ে কসমোপলিটনের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কসমোপলিটন ক্লাবও জয় দিয়ে লীগ শুরু করেছে। ৩ উইকেটের ব্যবধানে জেসিসি (জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব)কে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কসমোপলিটন। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রথম দিনের খেলায় এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ, বৃহস্পতিবার তিন উইকেটের ব্যবধানে জেসিসি কে পরাজিত করেছে। ম্যাচ শুরুতে প্রায় দুই ঘন্টা দেরি হওয়ায় ওভারসংখ্যা কমিয়ে ৩৩ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব সীমিত ৩৩ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ সর্বাধিক ৬৮ রান পায়। শ্রীমন ৮২ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৮ রান পেয়েছে। কসমোপলিটনের দ্বীপ দেব ৪১ রানের বিনিময়ে তিনটি এবং সৌভিক চক্রবর্তী ২৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ৩২.৩ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক দীপঙ্কর ভাটনগর সর্বাধিক ৪৩ রান পায়। শুভজিৎ সূত্রধর সংগ্রহ করেছে ৪০ রান। জেসিসি-র দীপাঞ্জন দাস ৩৯ রানে ২টি উইকেট পেয়েছিল। কসমোপলিটনের অলরাউন্ডার দ্বীপ দেব প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

অনূর্ধ ১৮ ঘরোয়া ক্লাব লীগ ক্রিকেট ব্লাড মাউথকে হারিয়ে চলমানের শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা চলমান সংঘের। চার উইকেটের ব্যবধানে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে চলমান সংঘ। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। প্রথম দিনের খেলায় পুলিশ টেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ আজ, বৃহস্পতিবার চার উইকেটের ব্যবধানে ব্লাড মাউথ ক্লাব কে পরাজিত করেছে। ম্যাচ শুরুতে প্রায় দেড় ঘন্টা দেরি হওয়ায় ওভারসংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৩১.২ ওভার খেলে ৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। দলের পক্ষে বেদব্রত ভট্টাচার্য সর্বাধিক ১৩ রান পায়। চলমান সংঘের শুভম গন ২১ রানের বিনিময়ে তিনটি এবং রাকেশ রুদ্র পাল নয় রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২২.২ ওভার খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে দেবাংশু দত্ত সর্বাধিক ১৫ রান পায়। শঙ্খনীল সেনগুপ্ত সংগ্রহ করেছে ১২ রান। ব্লাড মাউথের অধিনায়ক রুদ্র সেনগুপ্ত ১৪ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। চলমানের অলরাউন্ডার রাকেশ রুদ্র পাল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

দক্ষিণ জেলা এস এম কাপে সাব্রুম ও শান্তির বাজার সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকা এবং অনূর্ধ ১৫ বালক বিভাগের এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনূর্ধ ১৫ বালক বিভাগের প্রতিযোগিতায় সাব্রুমের বনকুল ইভেনজার স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে শান্তিরবাজার স্কুল দল। অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে শান্তিরবাজার চ্যাম্পিয়ন এবং বিলোনিয়া স্কুল রানার্স খেতাব পেয়েছে। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে সাব্রুমের এভেঞ্চার হাই স্কুল চ্যাম্পিয়ন এবং বিলোনিয়ার বিকে আই রানার্স। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় বিলোনিয়ায় বিকেআই সিনথেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এন্ড কালেক্টর মোঃ সাজ্জাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি শম্ভু মানিক, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দ্বীপায়ন চৌধুরী, এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট অনুপম চক্রবর্তী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা ডঃ মিহির শীল, সমাজসেবক সায়ন্তন দত্ত, দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য গৌতম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ। টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হওয়ায় দক্ষিণ জেলার স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি বাবুল চন্দ্র দেব সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মেসির পছন্দের গোলের শিল্পকর্ম নিলামে ২২ কোটি টাকায় বিক্রি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহারে ছবি অঙ্কনের জন্য পরিচিত তুর্কি বংশোদ্ভূত আমেরিকান শিল্পী রেফিক আনাদোল। যুক্তরাষ্ট্রে নিজের নামেই একটি স্টুডিও বানিয়েছেন এআই ব্যবহার করে আঁকা ছবির জাদুঘর 'ডেটাল্যান্ড' এর এই সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বখ্যাত এই শিল্পী এআই প্রযুক্তির সহায়তায় লিওনেল মেসির পছন্দের গোল অবলম্বনে একটি ডিজিটাল শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন, যার নাম 'অ্যা গোল ইন লাইফ: মেসি অ রেফিক আনাদোল'।

ব্রিটেনের নিলাম প্রতিষ্ঠান 'ক্রিস্টিস'-এর নিলামে গতকাল এই চিত্রকর্ম ১৮ লাখ ৭০ হাজারে ডলারে (প্রায় ২২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা) বিক্রি হয়েছে। নিলাম প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য ক্রেতার নাম প্রকাশ করেনি। ছবি বিক্রির টাকা ইন্টার মায়ামি ফাউন্ডেশনে দান করা হবে। ফাউন্ডেশনটি বিভিন্ন দাতব্য কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, এল সালভাদর, হন্ডুরাস ও হাইতিতে শিক্ষার প্রসারে ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথ অংশীদারত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি।নিলামের আগে 'দ্য অ্যাথলেটিক'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনাদোল জানান, তাঁর ইচ্ছা হলো এই শিল্পকর্ম যেন কোনো ব্যক্তির হাতে গিয়ে হারিয়ে না যায়। মানে, কোনো ব্যক্তির সংগ্রহশালাতে-ই যেন শুধু পড়ে না থাকে শিল্পকর্মটি। আনাদোলের যুক্তি, 'এটা শুধু দুজন ব্যক্তির মাঝে সংযোগ নয়, এটা দুটি বিভাগের মাঝে সংলাপও। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর সাক্ষাৎ নয়, খেলার সঙ্গে শিল্পের সাক্ষাৎ। এ কারণেই এটা এত সতেজ ও শক্তিশালী।'বিভিন্ন যন্ত্র ও এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আনাদোল কয়েক সপ্তাহ সময় নিয়ে মেসির পছন্দের গোলটির ত্রিমাত্রিক রূপ দেন। গোলটি ২০০৯ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের। মেসি রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলটি করেছিলেন হেডে। তখন তিনি পেপ গার্দিওলার বার্সেলোনার 'ড্রিম টিম' এর ফরোয়ার্ড।ম্যাচের ৭০ মিনিটে জাভি হার্নান্দেজের ক্রস থেকে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার মেসি লাফিয়ে ইউনাইটেড ডিফেন্ডার রিও ফার্ডিনান্ডের (৬ ফুট ২ ইঞ্চি) চেয়েও বেশি উচ্চতায় ওঠেন এবং হেডে গোল করেন। মেসি এতটাই ওপরে উঠেছিলেন যে পা থেকে বুট খসে গিয়েছিল।

এই গোলটি যে মেসির পছন্দের গোল, সেটি তিনি বলেছিলেন কয়েক মাস আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, যা এখনো প্রকাশ হয়নিজানিয়েছে অ্যাথলেটিক। মেসি সেখানে বলেছিলেন, '(পছন্দের গোল হিসেবে যে কোনো) একটা বেছে নেওয়া কঠিন, কারণ অনেক (গোল) আছে।

ওই গোলটি আমার পছন্দের। এটা সবচেয়ে সুন্দর ও অনন্য। কারণ হেডে করেছি, লাফিয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম যেটা আমার ক্ষেত্রে বিরল।'নিলামের পর কিউরেটর জিমেনা কামিনোস বলেছেন, 'মেসির সবচেয়ে পছন্দের গোল থেকে এমন শিল্পকর্ম তৈরি হবে, সেটা শুধু হাজারো দর্শকদের আনন্দ দেবে না, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও এগিয়ে নেবে।'ক্রিস্টিসের ১০ম আর্টটেক সম্মেলনে গত ১২ জুলাই থেকে তাদের নিউইয়র্ক শাখায় এই শিল্পকর্মটি প্রদর্শিত হয়েছে। নিলাম প্রতিষ্ঠানটির ডিজিটাল সেলসের ব্যবস্থাপক সেবাস্তিয়ান সানচেজ জানান, ১৫ লাখ ডলার থেকে এই শিল্পকর্মের দাম হাঁকা শুরু হয়। ২০২২ বিশ্বকাপে মেসি যে ছয়টি জার্সি পরেছিলেন সেগুলো গত বছর খেলাধুলায় সবচেয়ে দামি স্মারক হিসেবে বিক্রি হয় নিলামে। ৭৮ লাখ ডলার দাম উঠেছিল জার্সিগুলোর।

বাদ সঞ্জয়, এগিয়ে খালিদ! ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে তিনজনকে বাছল ফেডারেশন

মানোলো মারকুয়েজের উত্তরসূরি কে? কার হাত ধরে সুদিন ফিরবে ভারতীয় ফুটবলে? এহেন হাজারো প্রশ্নের জবাব কিছুটা পরিষ্কার করে দিল এআইএফএফ। বুধবার ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়, ভারতীয় দলের পরবর্তী কোচ হিসাবে তিনজনের নাম বেছে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে সেই তিনজনের মধ্যে নেই বাংলাকে সন্তোষ চ্যাম্পিয়ন করা কোচ সঞ্জয় সেনের নাম।

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সুনীল ছেত্রীদের জন্য নতুন কোচ বেছে নিতে হবে। তাই বুধবার ফেডারেশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, ভারতীয় দলের কোচ হতে চেয়ে ১৭০টি আবেদন জমা পড়েছিল। ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি সেগুলি খতিয়ে দেখে তিনজনের নাম চূড়ান্ত করেছে। সেই তিনজন হলের খালিদ জামিল, স্টিফন কনস্ট্যান্টাইন এবং স্তেফান তারকোভিচ।এই তিনজনের মধ্যে একজনকে কোচ হিসাবে বেছে নেবে ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি।

তবে তিনজনের নাম প্রকাশ হতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবারেও জাতীয় দলের কোচ হতে পারলেন না সঞ্জয় সেন। চলতি মাসেই কোচ হতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন তিনি। জাতীয় কোচ হতে গেলে একজন কোচের যা যোগ্যতা লাগবে, সেটা তাঁর মধ্যে রয়েছে বলেই মত প্রাক্তন মোহনবাগান কোচের। তবে অতীতের মতোই এবারও কোচের পদে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে গেল। ফুটবল মহলের কথায়, গত পাঁচ বছরে সঞ্জয় সেনের সন্তোষ ট্রফি জেতা ছাড়া কোচ হিসেবে কোনও সাফল্য নেই। আইএসএলে ছিলেন হাবাসের সহকারী হিসেবে। কোনও ক্লাবেও হেডকোচ ছিলেন না। আর মোহনবাগানের হয়ে আই লিগ জিতেছেন দশ বছর আগে ! সেক্ষেত্রে কথা উঠছে, সন্তোষ ট্রফি জেতা কোচ কীভাবে সিনিয়র জাতীয় দলের কোচ হতে পারেন?

তাহলে কার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াবে ভারতীয় ফুটবল? বিশ্লেষকদের মতে, বিদেশি কোচকে এই মুহূর্তে ভালো বেতন দেওয়ার ক্ষমতা নেই ফেডারেশনের।

ফলে ভোট অনেকটাই রয়েছে খালিদ জামিলের দিকে। গত চার বছর ধরে দেশের সর্বোচ্চ লিগ, আইএসএলে হেডকোচের পদে রয়েছেন তিনি।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের দুই পরামর্শদাতা, প্রাক্তন দুই কোচ আর্মান্দো কোলাসো এবং বিমল ঘোষও ভোট দিয়েছেন জামিলের পক্ষেই। তবে ভারতীয় দলের নতুন কোচের নাম কবে ঘোষণা হবে সেই নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অনুমোদন পেলো গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সর্বভারতীয় গ্র্যাপলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন পেলো গ্র্যাপলিং এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। এবার সরকারিভাবে অর্থাৎ কাগজে কলমে ২৪ জুলাই, ২০২৫ গ্র্যাপলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল সুবোধ কুমার যাদবের স্বাক্ষরিত গ্র্যাপলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সদর কার্যালয় হরিয়ানার সোনিপাত থেকে প্রশংসাপত্র এসেছে গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার দপ্তরে। কাগজে কলমের পাশাপাশি প্রকৃতভাবে গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা এখন থেকে গ্র্যাপলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সমস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে একেবারে ভেটো প্রদান পর্যন্ত সবকিছুতেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। সভাপতি তনয় দাস এবং সেক্রেটারি উত্তম আচার্য-এর তত্ত্বাবধানে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কমিটি এখন থেকে পুরোপুরি অনুমোদনপ্রাপ্ত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন। পাশাপাশি যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

ভারতের খেলায় ইতিহাস! দেশের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বকাপের ফাইনালে ১৯ বছরের দিব্যা

মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠে ইতিহাস তৈরি করলেন দিব্যা দেশমুখ। ১৯ বছরের দিব্যা সেমিফাইনালে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চিনের তান ঝংজিকে হারিয়ে দেন। ভারতের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসাবে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে নজির তৈরি করলেন ১৯ বছরের দিব্যা। বিশ্বের চার নম্বর ঝংজিকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দেন দিব্যা। এটাই তাঁর কেরিয়ারের সেরা জয়।বুধবার সেমিফাইনালে দ্বিতীয় লেগে দিব্যা সাদা ঘুঁটি নিয়ে কিস্তিমাত করেন। মঙ্গলবার প্রথম পর্বের সেমিফাইনাল ড্র হয়েছিল। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেছিলেন দিব্যা। সব মিলিয়ে তিনি জিতলেন ১.৫-০.৫ পয়েন্টে।

আলাপিন সিসিলিয়ান ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করে বুধবার জেতেন দিব্যা। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যে কেউ জিততে পারতেন। মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ পর্যন্ত জেতেন দিব্যা।

গোটা প্রতিযোগিতাতেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন ভারতীয় দাবাড়ু। চতুর্থ রাউন্ডে তিনি হারান দ্বিতীয় বাছাই চিনের ঝু জিনারকে। এর পর কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারান ভারতের দ্রোণাভল্লি হরিকাকে। সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছেন আর এক ভারতীয় কোনেরু হাম্পি। তিনি সেমিফাইনালে মুখোমুখি শীর্ষ বাছাই চিনের লি তিংজির। হাম্পি যদি ফাইনালে ওঠেন, তা হলে ঐতিহ্যশালী ক্যান্ডিডেট প্রতিযোগিতায় দু'জন ভারতীয় খেলার সুযোগ পাবেন।

অর্কজিতের সেঞ্চুরি : অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে সংহতিকে হারালো হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হার্ভে ক্লাবও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে সংহতি ক্লাবকে। ১৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে। প্রথম দিনে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে হার্ভে ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথমবারের ঘরোয়া ক্লাব লীগ অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হার্ভে ক্লাব দারুন জয় পেয়েছে, ১৮১ রানের বিশাল ব্যবধানে সংহতিকে পরাজিত করে। সকাল পৌনে নটা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ২৬৩ রান সংগ্রহ করে। দুর্দান্ত শতরান পায় অধিনায়ক অর্কজিৎ সাহা। ১৫১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অর্কজিৎ ১০১ রান সংগ্রহ করে। সন্দীপন অর্ধশতক রান পায় ৬১ বল খেলে, পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সংহতি গুটিয়ে যায় ৮২ রানে ৩৬.৪ ওভার খেলে। হার্ভের শরীফ উদ্দিন ১২ রানে এবং অনিরুদ্ধ পাল সাত রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। অর্কজিৎ সাহা পেয়েছে দুটি উইকেট ১৩ রানের বিনিময়ে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অর্কজিৎ সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ভারতের সর্বকালের সেরা পাঁচ ক্রিকেটার বেছে নিলেন শাস্ত্রী, কারা জায়গা পেলেন তালিকায়

ভারতের সর্বকালের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারকে বেছে নিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর তালিকায় জায়গা পাননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলের মতো ক্রিকেটার। রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকেও বিবেচনা করেননি ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ।

ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন এবং অ্যালিস্টার কুকের সঙ্গে একটি পডকাস্টে যোগ দিয়েছিলেন শাস্ত্রী। 'দ্য ওভারল্যাপ ক্রিকেট পডকাস্ট'এ শাস্ত্রীকে ভারতের সর্বকালের সেরা পাঁচ জন ক্রিকেটার বেছে নিতে বলা হয়। শাস্ত্রী বলেছেন, "আমার তালিকায় সুনীল গাওস্কর, কপিল দেব, সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলি অবশ্যই থাকবে। এই চার জনকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আমি এমন ক্রিকেটারদের কথা ভাবছি, যারা নিজেদের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রিকেটার। বিষাণ সিংহ বেদী তালিকায় থাকতে পারতেন। কিন্তু মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে কী করে বাদ দিই! জসপ্রীত বুমরাহও আছে। বুমরাহ অবশ্য এখনও খেলছে। ওর ক্রিকেটজীবনে আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে। প্রাক্তনদের নিয়েই তালিকাটা করা যাক। বুমরাহকে রাখছি না। পঞ্চম জন হিসাবে ধোনিই থাক। আমার তালিকাটা হল গাওস্কর, কপিল, সচিন, ধোনি এবং কোহলি।"

পাঁচ জনের নাম বলার পর কুক জানতে চান, কে এক নম্বরে? শাস্ত্রী বলেছেন, "গাওস্করকে রাখব ব্যাটিংয়ের জন্য। কপিলও থাকতে পারে।

কী অসাধারণ ক্রিকেটার। ক্রিকেটের সম্পূর্ণ প্যাকেজ। আবার সচিনও এক নম্বর হতে পারে। বছরের পর বছর ধরে ওকে ঘিরে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তার জন্য। ২৪ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে সচিন! এটাও গুরুত্বপূর্ণ।"

সচিনকে নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, "২৪ বছর, দীর্ঘ সময় ধরে খেলেছে সচিন। ১০০টা শতরান করেছে। আড়াই দশকের সব জোরে বোলারের বিরুদ্ধে খেলছে। যেমন পাকিস্তানের ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খান। ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রড, জেমস অ্যান্ডারসন। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক কালিস, শন পোলক। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদেরও সাফল্যের সঙ্গে খেলেছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সচিন ব্যাট হাতে সফল।"

শাস্ত্রী এক নম্বর হিসাবে সরাসরি কারও নাম বলেননি। বোঝাতে চেয়েছেন গাওস্কর, কপিল বা সচিনের যে কেউ এক নম্বর হতে পারেন। এই তিন জনের মধ্যে এক জনকে বেছে নেওয়া কঠিন।

প্রতিনিধি না পাঠিয়েও ঢাকায় এশিয়া কাপের বৈঠকে বিসিসিআই!

এশিয়া কাপ আদৌ এবছর হবে কি না, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার উপর জানা গিয়েছিল, ২৪ জুলাই ঢাকায় যে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা, তাতে যোগ দিতে চাইছে না বিসিসিআই। যদিও এখন জানা যাচ্ছে, বিসিসিআইয়ের একজন প্রতিনিধি অনলাইনে যোগ দিতে পারেন।

বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এসিসি সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। সূত্রের খবর, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে রাজীব শুক্লা অনলাইনে সভায় যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি হোটেলে শুরু হচ্ছে দু'দিন ব্যাপী এসিসি'র বার্ষিক সভা। এই সভা নিয়েই বিসিসিআইয়ের আপত্তি ছিল। স্থানান্তরের কথাও জানিয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। যদিও শেষমেশ বোর্ডের তরফে সশরীরে কেউ উপস্থিত না থাকলেও ভার্চুয়ালি থাকতে চলেছেন।

উল্লেখ্য, ভারত-সহ শ্রীলঙ্কা, ওমান, আফগানিস্তানের মতো দেশগুলির বোর্ডও এই বৈঠক প্রতিনিধি পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল কি এশিয়া কাপের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে পারবে? এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে এশিয়া কাপ নিয়ে জট কবে কাটবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা। সূত্রের খবর, এশিয়া কাপ হলে সম্ভাব্য ভেন্যু হিসেবে সবার উপরে থাকছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, এশিয়া কাপ শুরু হওয়ার কথা ৫ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল ২১ সেপ্টেম্বর। আর ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ৭ সেপ্টেম্বর। যদিও কোনও কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়। বৃহস্পতিবার বৈঠকে এশিয়া কাপ নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বের হয় কি না, সেটাই দেখার।

বৈভব 'গোল্ডেন ডাক'! ছোটদের টেস্টে প্রথম বলেই বোল্ড ১৪ বছরের আগ্রাসী ব্যাটার

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনূর্ধ-১৯ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ বৈভব সূর্যবংশী। ওপেন করতে নেমে প্রথম বলেই বোল্ড হয়ে গেল কিশোর ব্যাটার। প্রথম ইনিংসেও ২০ রানে আউট হয়ে গিয়েছিল বৈভব।সাফল্যের পর ব্যর্থতা। ক্রিকেট এমনই। অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া বিহারের ব্যাটার একের পর এক ম্যাচে আগ্রাসী ব্যাটিং করেছে। ইংল্যান্ডেও তার জনপ্রিয়তা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় যুব টেস্টে ব্যর্থতাই সঙ্গী হল তার।

ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ওপেন করে ১৪ বলে ২০ রানের ইনিংস খেলেছিল বৈভব। দ্বিতীয় ইনিংসে রানই করতে পারল না। ইনিংসের প্রথম বলেই অ্যালেক্স গ্রিনের বলে আউট হয়ে গেল সে। অর্থাৎ 'গোল্ডেন ডাক'। জয়ের জন্য ৩৫৫ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামা আয়ুষ মাত্রের দল ইনিংসের শুরুতেই চাপে পড়ে যায়। তিন নম্বরে নামা বিহান মালহোত্র ২৭ রানে আউট হওয়ায় চাপ আরও বাড়ে।

পরিস্থিতি সামাল দেন অধিনায়ক আয়ুষ এবং অভিজ্ঞান কুন্ডু। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা তোলেন ১১৭ রান। আয়ুষের ব্যাট থেকে এসেছে ৮০ বলে ১২৭ রানের দুরন্ত ইনিংস। ১৩টি চার এবং ৬টি ছক্কা মেরেছেন ভারতের ছোটদের দলের অধিনায়ক। অভিজ্ঞান করেছেন ৪৬ বলে ৬৫। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ৫টি চার এবং ৪টি ছক্কা।

. মনপ্রীতের সেঞ্চুরিতে বিশ্বরেকর্ড, টি-২০র পর ইংল্যান্ডে ওয়ানডে সিরিজ জয় ভারতের মেয়েদের

টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর ওয়ানডে সিরিজেও জয়ী হল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। সোমবার তিন ম্যাচের সিরিজের শেষ ম্যাচে ভারত ১৩ রানে হারাল ইংল্যান্ডের মহিলা দলকে। অনবদ্য পারফরম্যান্স উপহার দিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর এবং পেসার ক্রান্তি গৌড়। তার সঙ্গে একাধিক রেকর্ডও গড়েন ভারত অধিনায়ক।

হরমনপ্রীতই প্রথম ক্রিকেটার, যিনি ইংল্যান্ডে অ্যাওয়ে ম্যাচে তিনটি সেঞ্চুরি করলেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হরমনপ্রীত ৮৪ বলে ১০২ করেন। মারেন ১৪টি চার। যা তাঁর কেরিয়ারের সপ্তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। সেই সঙ্গে তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে ওয়ানডেতে চারহাজার রান পূরণ করলেন তিনি। এর আগে স্মৃতি মন্ধানা ও মিতালী রাজের নামে এই কৃতিত্ব রয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। ৮২ বলে সেঞ্চুরি করেন হরমনপ্রীত। যা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। এছাড়া মিতালী রাজের পর হরমনপ্রীতই দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার যিনি ইংল্যান্ডে ওয়ানডেতে ১০০০-র বেশি রান করলেন। ব্রিটিশভূমে ৩০টি ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরির পাশাপাশি ৫টি হাফসেঞ্চুরিও আছে তাঁর।

সিরিজের শেষ ম্যাচে হরমনপ্রীতের দাপট তো ছিলই। আর ক্রান্তি নিলেন ৬ উইকেট। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৫ উইকেটে ৩১৮ রান তোলে। জবাবে ইংল্যান্ড ৪৯.৫ ওভারে ৩০৫ রানে অল আউট। এই জয়ের ফলে ভারত ২-১ ব্যবধানে সিরিজও জিতল। রান পেয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা (৪৫), হার্লিন দেওল (৪৫) ও জেমাইমা রডরিগেজ (৫০)। বল হাতে ক্রান্তি গৌড় একাই ধ্বংস করে দিলেন ইংল্যান্ডকে। তাঁর বোলিং পারফরম্যান্স এই রকম: ৯.৫-১-৫২-৬। ইংল্যান্ডের ন্যাট ব্রান্ট ৯৮ রান করেন। এমা ল্যাম্ব করেন ৬৮ রান।

ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ১৩ দফা দাবিতে রাজভবন অভিযান সংগঠিত করেন।

চুরির ঘটনায় আটক তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ জুলাই: সম্প্রতি তেলিয়ামুড়া শহরের জয়নগর এলাকাতে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তিন(৩) জনকে গ্রেফতার করেছে, এরমধ্যে একজন ব্রাজিল দেববর্মা, যার বাড়ি কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কুঞ্জমুড়া"তে। ব্রাজিল সরাসরি দাবি করেছে সে ড্রাগসের নেশায় আসক্ত, শুধু আসক্ত না ব্রাজিল এলাকাতে যে ড্রাগসের প্রসারের সাথে যুক্ত এটাও কিন্তু সূত্র মারফত খবর। এদিকে ব্রাজিল সহ অন্যান্য ধৃতদের তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ আইন অনুযায়ী আদালতে প্রেরণ করেছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরই মধ্যে আরও চাঞ্চল্যকর সূত্র মারফত খবর হচ্ছে, চুরির ঘটনায় যুক্ত নেশায় আসক্ত বা নেশার সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষক ব্রাজিল"কে রাতের বেলায় নাকি থানা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য একাশে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছিল।

নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা চালু করবে জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুলাই: জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আগামী ২৬ এবং ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে "নালসা বীর পরিবার সহায়তা যোজনা, ২০২৫" নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করবে। সেনা কর্মী, প্রাক্তন সৈনিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে উপযুক্ত আইনি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি চালু করার উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সৈনিক বোর্ডে একটি আইন সেবা ক্লিনিক প্রাথমিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ক্লিনিকে একজন অধিকার মিত্র থাকবেন, যিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রাক্তন জওয়ান। নালসার এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান তথা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত আইন সেবা ক্লিনিকের ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করবেন। রাজ্য সৈনিক বোর্ডে আইন সেবা ক্লিনিকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি আইনি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হবে।

ভাঙা রাস্তা চলতে গিয়ে উল্টে গেল গাড়ি, বাঁচল চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ জুলাই: ভগ্নদশা রাস্তা দিয়ে চার চাকার ডিআই গাড়ি পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে উল্টিয়ে যায় গাড়ি। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির চালক। মেলাঘর পূর্ব চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্মশানঘাট এলাকা পার হয়ে বানিয়া ছড়া সেতু-লাগুয়া একটি গ্রামীণ রাস্তা রয়েছে। এ রাস্তার একেবারে গোমতী নদী লাগুয়া। গত বছর বন্যার সময় এ রাস্তার বিরাট একটা অংশ ভেঙ্গে গোমতী নদীতে চলে যায়, যার ফলে বিরাট বড় ভাঙ্গা রূপ নেয় রাস্তাটি।

স্থানীয় লোকজন, এই ভাঙ্গা জায়গাটিকে সংস্কার করার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত, এমনকি মেলাঘর পিডব্লিউডি দপ্তরে গিয়েও কোন কাজ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ রাস্তা দিয়েই পারাপার করছেন স্থানীয়রা। ফলে প্রতিনিয়ত ছোট বড় দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। আজ পুনরায় একটি গাড়ি এই ভগ্ন রাস্তা দিয়ে পার হতে গিয়ে উল্টে যায়। নদী লাগোয়া একটি গাছে গিয়ে আটকায় গাড়িটি। যার ফলে প্রাণ বাঁচে চালকের। না হলে গাড়িটি সোজা নদীতে গিয়ে পড়তো। স্থানীয়রা রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। এলাকার জনগণ অসুস্থ হলে অথবা কোন আপৎকালীন অবস্থায় এলাকায় কোন গাড়ি প্রবেশ করানো সম্ভব হবে না। তাই যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের দাবী জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ধর্মনগর কলেজ ঘটনার পর অবশেষে পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক

ধর্মনগর, ২৪ জুলাই : ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খল ঘটনার পর অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই-এর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) ছাত্র-ছাত্রীরা এবং কলেজের উকিল। বৈঠকে পুলিশ সুপার স্পষ্টভাবে জানান, কলেজে হামলা চালানো তিন বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীকে আগামী চার দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হবে। এছাড়াও, পুলিশ সুপার স্বয়ং ঘটনাস্থলে অর্থাৎ যেখানে এবিভিপি-র পক্ষ থেকে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে আশ্বাস দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে এবিভিপি-র জেলা সঞ্চালক অখিল দেব পুলিশ সুপারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যদি আগামী চার দিনের মধ্যে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার না করা হয়, তাহলে এবিভিপি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাবে।"

পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা'তে শূন্য বিদ্যুৎ বিল ও উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ

আগরতলা,২৪ জুলাই : ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতে এক যুগান্তকারী সাফল্য ধরা দিয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় সৌরশক্তির ব্যবহারে ইতিমধ্যেই ২ মেগাওয়াট উৎপাদন ছুঁয়েছে, যা এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই অগ্রগতি রাজ্যকে ক্রমশ আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের তরফে সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে বক্তব্যনিজের ছাদেই বিদ্যুৎ তৈরি করে বিদ্যুৎ বিল শূন্য করার পাশাপাশি আয় করার এক অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে 'পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সূচিত এই প্রকল্পের লক্ষ্যপ্রত্যেক বাড়িতে সোলার প্যানেল বসিয়ে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা, যাতে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিলের বোঝা থেকে মুক্তি পান এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ইতিমধ্যেই এই যোজনায় ১৫,৭৩০টি নিবন্ধন হয়েছে। এর মধ্যে ৫৯১টি স্থানে সোলার ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ এবং ৫১৬ জন ইতিমধ্যেই সরকারি ভর্তুকি পেয়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, চলতি মাসেই ১১৭ জন উপভোক্তা বিদ্যুৎ বিল একেবারে শূন্যে নামিয়ে এনে ৪৩ হাজার ৫৪৫ টাকা আয় করেছেন। ইতিমধ্যেই তাদের একাউন্টে এই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ ৮৫,৮০০ টাকা পর্যন্ত সরকারি ভর্তুকি পেতে পারেন। মাত্র ১ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার প্ল্যান্ট গড়ে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেযা সাধারণ একটি পরিবারের মাসিক চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত করে প্রতি মাসে আয় করাও সম্ভব। বিদ্যুৎ খরচ বাঁচানো তো আছেই, সাথে আয়ও নিশ্চিত। এই যোজনার সফল বাস্তবায়নে ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। লক্ষ্য আগামী এক বছরে ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনযা রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতকে সত্যিকারের স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যেতে পারে। আজকের দিনে যখন বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, তখন নিজের ছাদ অথবা বাড়িকেই শক্তির উৎস বানানো কেবল ভবিষ্যতমুখী সিদ্ধান্ত নয়, বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এক চাবিকাঠিও বটে। তাই দেরি না করে, এখনই সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সকল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে নিগম। তাদের আবেদন, নিজের ঘরকেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানান, বিদ্যুৎ বিল শূন্য করুন, আয় শুরু করুন। দেশ হোক আত্মনির্ভর, আপনি হোন নিজের শক্তির কারিগর।

বক্সনগরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের হাওয়া: ক্ষোভ পুরাতন বিজেপি কর্মীদের মধ্যে, শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা কংগ্রেসের, বামেরা এখনো দিশাহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ জুলাই: ত্রিপুরার বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র যেন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বামফ্রন্টের দখলে থাকা এই কেন্দ্রকে উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস (আই)। ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতা ধরে রেখেছিল সিপিএম, আর রাজ্যে বিরাজমান ছিল বাম-কংগ্রেসের দ্বৈত নাট্য। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর হতাশ কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। ২০১৬ সালের আগস্টে 'চলো পাল্টাই' স্লোগানে রাজ্যে বাম বিরোধী জনমত তৈরি হয়। জনগণের মধ্যে বাম শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, শোষণ ও দমন-পীড়নের অভিযোগ ক্রমে প্রকট হয়। সেই আবহেই উঠে আসে বিপ্লব কুমার দেব, সুনীল দেওধরের মতো নেতৃত্ব, যারা বিজেপিকে ত্রিপুরার ক্ষমতায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরার মসনদে বসে। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে সেই জয়ী সৈনিকদের অনেকেই এখন কোণঠাসা। মণ্ডল সভাপতি থেকে বুথ সদস্য, বহু পদ দখল করে নিয়েছে পূর্বতন বামপন্থী ক্যাডাররা। 'পুরানো বাদ, নতুন আসল' নীতিতে পুরানো বিজেপি কর্মীরা উপেক্ষিত, অনেকে দলে নিষ্ক্রিয়। অভিযোগ উঠছে, চূড়ান্ত হতাশা ও অবহেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তৃপ্তিহীন পুরাতন বিজেপি কর্মীরা। তাদের মতে, যারা একসময় বামফ্রন্টের অপশাসনের প্রতীক ছিলেন, তারাই এখন বিজেপির অভিভাবক হয়ে বসে রয়েছেন। এই 'রাজনৈতিক পুনর্জন্ম' ঘিরে দলীয় ভিতরে ক্ষোভ, বিক্ষোভ ও মনোকষ্ট জমছে। অন্যদিকে বাম শিবিরেও পরিস্থিতি সুখকর নয়। বক্সনগর ও কুলু বাড়ি অঞ্চলে দুটি অঞ্চল কমিটি থাকলেও, মাঠে তেমন সক্রিয়তা নেই। নেতাকর্মীরা এখন মূলত ফোন ও ফেসবুক নির্ভর। বাস্তব রাজনীতিতে তারা অনুপস্থিত। রাজনৈতিক কর্মসূচি ও জনসংযোগের অভাবে বামফ্রন্টের ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।সিপিএম দাবি করছে তাদের সংগঠন এখনও মজবুত, তবে বাস্তব ছবি বলছে ভিন্ন কথা। অনেক পুরনো কর্মী ও সমর্থক এখন বিজেপিতে যোগদান করেছেন। জনগণ বলছে, ক্ষমতার বাইরে গেলে বাম দল আর তেমন আওয়াজ তোলে না। অন্যদিকে কংগ্রেস যেটি একসময় এই কেন্দ্রে বামফ্রন্টের বড় প্রতিপক্ষ ছিল, বর্তমানে অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ২০১৮ সালে কংগ্রেস এখানে মাত্র ১৮৬৫ ভোট পেয়েছিল। তবুও কংগ্রেস কর্মীদের একটি অংশ এখনও সংগঠন টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সোনামুড়া মহকুমা ও বক্সনগর এলাকায় কংগ্রেস গুটি গুটি পায়ে আবারও মাঠে নামছে। ছোট ছোট কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠন চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিচ্ছে জেলা নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যতই নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে, ততই বক্সনগরের রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব, শাসক দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিরোধী দলের দিশাহীনতা সব মিলিয়ে এই কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ত্রিপুরার রাজনৈতিক নাটকের অন্যতম প্রধান মঞ্চ।

নিজ কাকা ও পিসির হাতে রক্তাক্ত নাবালিকা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ জুলাই: এক নাবালিকাকে কাকা ও পিসি মিলে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। উক্ত বিষয় নিয়ে কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কৈলাসহর বৌলাপাসা এলাকার বাসিন্দা ফরিন্দ্র মালাকার নামে এক ব্যক্তি বিগত কয়েক বছর ধরে উনার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে দুর্গাপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছেন। উনার পৈতৃক বাড়িতে উনার ১৭ বছরের নাবালিকার গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট রয়ে গিয়েছে। কোন এক কারণে বৃহস্পতিবার সকালবেলা ফরিন্দ্র মালাকারের নাবালিকা পিয়ালী মালাকার তার ডকুমেন্টগুলো আনতে যায়। সেখানে যাওয়ার পর ফরিন্দ্র মালাকারের ছোট ভাই তপেন্দ্র মালাকার এবং উনার ছোট বোন মনিকা নোয়াতিয়া মিলে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে বেধড়কভাবে মারধর করে ওই নাবালিকাকে। যার ফলে পিয়ালী মালাকারের মাথা ফেটে যায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় তাকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার মাথায় ১২টি সেলাই লাগে। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উক্ত বিষয় নিয়ে ফরিন্দ্র মালাকার অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ মূলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রেগার কাজের বিভিন্ন দাবিতে গন্ডাছড়ায় সড়ক অবরোধ, আটকে পড়লো অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ২৪ জুলাই: রেগার কাজের বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়কে অবরোধ করলেন পাখি ত্রিপুরা পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধের জেরে আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্সও। আজ গন্ডাছড়া বাজারের সাপ্তাহিক হাটের দিন হওয়ায় এই অবরোধের জেরে রাস্তার দু"পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে রেগার কাজ না পাওয়া এবং অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার লোকজন এই অবরোধের পথ বেছে নেন। তাদের অভিযোগ, বারংবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাজের সুরাহা এবং তাদের অন্যান্য দাবি পূরণ করা হচ্ছে না। অবরোধের ফলে আটকা পড়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সও, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হলেও, আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকেন। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবং আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ও অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সভাপতি

বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফল প্রকাশ, বাড়ল পাশের হার

আগরতলা, ২৪ জুলাই: বছর বাঁচাও পরীক্ষার ফলাফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পাশের হার বেড়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনের এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী জানান, পাশের হার বেড়ে মাধ্যমিকে ৯২.৫১ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৮৮.২৪ শতাংশ হয়েছে। এদিন তিনি জানান, এবছর উচ্চমাধ্যমিকে পুণঃমূল্যায়ণের পর ২৯৯৫ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষায় দেওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু তিন বিভাগ মিলে মোট ২৭১০ জন পরীর্কার্থী বসেছিল। বাকিরা পরীক্ষায় বসেনি। তাতে পরীক্ষায় পাশ করেছে ১৯১৯ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ৭৯১ জন। উচ্চমাধ্যমিকে বছর বাঁচাও পরীক্ষায় পাশের হার ৭০.৮১ শতাংশ। একইভাবে মাধ্যমিককে পুণঃমূল্যায়ণের পর ৩১৫৫ জন ছাত্র ছাত্রী বছর বাঁচাও পরীক্ষাতে বসার যোগ্য ছিল। কিন্তু ২৭৭২ জন পরীক্ষায় বসেছিল। বাকিরা পরীক্ষায় বসেনি। তাতে পরীক্ষায় পাশ করেছে ১৭৫৭ জন ছাত্র ছাত্রী। ফেল করেছে ১০১৫ জন। তাতে মাধ্যমিকে বছর বাঁচাও পরীক্ষায় পাশের হার ৬৩.৩৮ শতাংশ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সচিব বলেন, এবছর মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৯ হাজার ৬৭০ জন। ফাইন্যালে পাশ করেছে মোট ২৫ হাজার ৬৭৩ জন। পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৮৬.৫৩ শতাংশ। তাছাড়া, পুন:মূল্যায়নের পর পাশের হার দাঁড়িয়েছিল ৮৬.৫৮ শতাংশ। আজ বছর বাচাঁও পরীক্ষার পর পাশ করেছে ১৭৫৭ জন। ফলে, মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী পাশ করেছে ২৭৪৪৮ জন। পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৫১ শতাংশ। তেমনি, এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১ হাজার ৫০৬ জন। তারমধ্যে পাশ করেছে ১৭ হাজার ৫২ জন। পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৭৯.২৯ শতাংশ। পুনঃমূলায়নের পর পাশের হার কিছু বেড়ে ৭৯.৩২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। বছর বাঁচাও পরীক্ষায় পাশ করেছে ১৯১৯ জন।ফলে, উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী পাশ করেছে ১৮৯৭৮ জন। বর্তমানে পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮.২৪ শতাংশ। বছর বাঁচাও ফলাফল পর্ষদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। এদিন তিনি আরও বলেন, আজকে ২০২৫ সালের বোর্ড পরীক্ষার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হলো। পর্ষদের সভাপতি জানান, যেসকল ছাত্র ছাত্রী অন্য বোর্ড থেকে পাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে, তাদের প্রথমে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

চাকমাঘাটে সংখ্যালঘু পরিবারের উঠোন সভায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ২৪ জুলাই: কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চাকমাঘাট এলাকার তুইমধুর পশ্চিম মুসলমান বস্তিতে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ উঠোন সভা। উপস্থিত ছিলেন ২৯-নং কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই সভায় সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মন্ত্রী এবং তাদের সমস্যার কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। এই দিনের এই উঠুন সভায় পুরুষ-মহিলা থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন এলাকার মানুষজন। পানীয় জলের সংকট থেকে শুরু করে শিক্ষার ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা সবই উঠে আসে আলোচনায়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন সিপিএম ও কংগ্রেসের শাসনে থেকেও উন্নয়নের মুখ দেখেননি তাঁরা। সেই প্রসঙ্গেই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন,"আপনাদের বন্ধুকে চিনে রাখুন সিপিএম না কংগ্রেস? কারণ আপনাদের এই বঞ্চনার জন্য দায়ী কারা, সেটাই আজ স্পষ্ট।"

মন্ত্রী জানান, বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দূর হয়েছে। তবে শুধুমাত্র পরিকাঠামো নয়, মানুষের সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের দিকেও নজর দিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করে তুললে সমাজে দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে বলে মত দেন মন্ত্রী।সভায় যুব সমাজের প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, "তরুণদের যদি আমরা খেলাধুলার দিকে আকৃষ্ট করতে পারি, তাহলে তারা সহজেই সঠিক পথে চলবে।" সেইসঙ্গে মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।বাল্যবিবাহ রোধেও একত্রিতভাবে কাজ করার বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক অভিশাপ। মেয়েদের জীবন যাতে ধ্বংস না হয়, সে জন্য সমাজকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।"এই উঠোন সভায় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মাইনরিটি মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া ও বিজেপি কৃষ্ণপুর মন্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস। সভাটি ছিল এক আন্তরিক, জনসম্পৃক্ত ও বাস্তব সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলাপচারিতায় ভরপুর এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

ত্রিপুরার গ্রামীণ ও সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে সরকারের উপস্থিতি ও সদিচ্ছার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই সভার মাধ্যমে এমনটাই মনে করছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ধর্মনগরে সিপিআইএমের বিক্ষোভ

ধর্মনগর, ২৪ জুলাই: ধর্মনগর বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে সিপিআইএম-এর ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান রাজ্য সরকার স্মার্ট মিটার বসানোর নামে সাধারণ মানুষকে যেভাবে হয়রানি করছে, তার প্রতিবাদেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, স্মার্ট মিটার বসানোর পর সাধারণ মানুষের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এই বিষয়টি নিয়েই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করে বিক্ষোভকারীরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে এসে জড়ো হন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দে, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ সহ বহু দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থক। বক্তারা স্পষ্টভাবে জানান, অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করতে হবে এবং মানুষের উপর থেকে বিদ্যুৎ বিলের বোঝা লাঘব করতে হবে, না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের দিকে এগোবে সিপিআইএম। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ দে বলেন, একসময় ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকাঠামো না থাকায় বহিঃরাজ্য থেকে বিদ্যুৎ কিনে আনতে হতো। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, ফলে মানুষের প্রত্যাশা ছিল তারা সুলভ ও নিরবিচারে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, স্মার্ট মিটার বসানোর পর বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেই সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকার শুধুমাত্র শোষণ ও হয়রানির রাজনীতি করছে। এমনকি এই বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধিই হয়তো ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারের পতনের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার রাজধানী অরুন্ধতীনগরস্থিত ইংরেজি মিডিয়াম বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ এক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি অতিথিরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas